পঞ্চম অধ্যায়

রূপতত্ত্ব (Morphology)

পঞ্চম অধ্যায়

রূপতত্ত্ব (Morphology)

ভাষার স্বাতন্ত্র্য নির্ভর করে তার রূপতাত্ত্বিক গঠনের ওপর। তাই ভাষার রূপতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের বিষয় হল ঐ ভাষার আঙ্গিক। আর ভাষার আঙ্গিক গড়ে ওঠে বাক্যকে আশ্রয় করে। ভাষার বাক্য তথা আঙ্গিক গঠনে যে মৌলিক ও ক্ষুদ্রতম একক প্রধান ভূমিকা গ্রহণ করে তা হল ধ্বনি। একাধিক ধ্বনি মিলিত হয়ে ধ্বনির পরবর্তী বৃহত্তর অর্থপূর্ণ যে একক গঠন করে তা হল শব্দ। তবে আধুনিক ভাষাবিজ্ঞানীরা মনে করেন, ধ্বনির ঠিক পরবর্তী বৃহত্তর একক শব্দ নয়। তাঁদের মতে, ধ্বনি ও শব্দের মধ্যে আরেকটি একক রয়েছে। সেই মধ্যবর্তী এককটি হল রূপিম বা রূপমূল বা মূলরূপ[১] (Morpheme)। শব্দ গঠনের মূল উপাদান হল এই রূপিম। রূপিমই বাক্যের মধ্যে অবস্থিত শব্দের নানা রূপবৈচিত্র্য ঘটায়। ভাষায় বিভিন্ন ধ্বনি সংযোগে গঠিত রূপিমই অর্থ প্রকাশ করে।

এবারে রূপিমের সাহায্যে চলন বিল অঞ্চল থেকে অভিবাসিত জনগণের কথ্যভাষার শব্দ গঠনপ্রক্রিয়া বিশ্লেষণ করা হল। প্রসঙ্গক্রমে রূপিমের পরিপ্রেক্ষিতে ক্রিয়ার কাল, পুরুষ, কারক, লিঙ্গ, বচন প্রভৃতি ব্যাকরণগত সংবর্গ বা ব্যাকরণগত কোটি (Grammatical Category) সমূহ কীভাবে উপভাষাটির রূপবৈচিত্র্য (Morphological Variations) ঘটায় তা আলোচনা করা হল। সেই সঙ্গে রূপিম যেভাবে উপভাষার রূপবৈচিত্র্য নিয়ন্ত্রণ করে তার মূল বৈশিষ্ট্যও তুলে ধরার চেষ্টা করা হল।

১. রূপিম গঠন ঃ

চলিত বাংলার মতো এই উপভাষাতেও রূপিম গঠনের রীতি প্রায় অভিন্ন। রূপিম গঠনের ক্ষেত্রে যে বিষয়গুলো প্রধান ভূমিকা নেয়, সেগুলো নিচে আলোচনা করা হল।[২]

১.১ অক্ষর ও রূপিম ঃ

প্রচলিত অর্থে সাধারণভাবে এক বা একাধিক ধ্বনি যুক্ত হয়ে যে শব্দাংশ গঠন করে তাকেই বলে অক্ষর। ইংরেজি 'Syllable' অর্থে অক্ষরকেই নির্দেশ করা হয়ে থাকে। চলিত বাংলার ন্যায় এই উপভাষাতেও গঠনগত বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে অক্ষরের সঙ্গে রূপিমের পার্থক্য রয়েছে। সাধারণত এক বা একাধিক অক্ষর নিয়ে গঠিত হয় রূপিম। যেমন —

ক. মা — শব্দটিতে একটি রূপিম ও একটি অক্ষর রয়েছে।

খ. মায়ের্ — শব্দটিতে একটি রূপিম ও দুটি অক্ষর রয়েছে।
(মা-এর)

গ. অচিনা (অচেনা) — শব্দটিতে দুটি রূপিম ও তিনটি অক্ষর রয়েছে।
(অ-চি-না)

ঘ. অশুবিদ্যা (অসুবিধা) — শব্দটিতে দুটি রূপিম ও চারটি অক্ষর রয়েছে।
(অ-শু-বি-দ্যা)

অক্ষর উচ্চারণগত দিককে প্রাধান্য দিয়ে গঠিত হয়। অপরপক্ষে রূপিম গঠনের ক্ষেত্রে প্রাধান্য থাকে অর্থগত দিকের।

১.২ বিভাজিত রূপিম ঃ

স্বরধ্বনি ও ব্যঞ্জনধ্বনির সমন্বয়ে গঠিত হয়ে থাকে বিভাজিত রূপিম। এটি গঠনের ক্ষেত্রে স্বরাঘাত বা সংযোগস্থলের ভূমিকা থাকে না। একে মৌলিক রূপিম হিসেবেও ধরা যায়। যেমন —

ক. বিটি (মেয়ে)

খ. মিঁয়্যা (মেয়ে)

গ. পোকি (পাখি)

ঘ. বাবা

ঙ. নোকা (নৌকা)

১.৩ অতিরিক্ত রূপিম ঃ

অতিরিক্ত রূপিমের ওপর স্বরাঘাত বা সংযোগস্থলের উপস্থিতি বর্তমান থাকে। এখানে বিভাজিত রূপিমের মাঝে এই স্বরাঘাত সমশ্রেণির বিভাজিত রূপিমের অর্থগত পার্থক্য নির্দেশে সহায়ক হয়। যেমন —

ক. বিয়্যাবারি (বিভাজিত রূপিম)
বিয়্যা + বারি (অতিরিক্ত রূপিম)

খ. গোলাটেঁক্কা (বিভাজিত রূপিম)
গোলা + টেঁক্কা (অতিরিক্ত রূপিম)

গ. অ্যাক্‌শো (বিভাজিত রূপিম)
অ্যাক্ + শো (অতিরিক্ত রূপিম)

১.৪ সহরূপিম (Allomorph) ঃ

প্রত্যেকটি রূপিম ধ্বনিগত ও অর্থগত দিক থেকে পৃথক পৃথক প্রকৃতির। তবুও একাধিক রূপিম অনেক সময় একই অর্থ প্রকাশ করে থাকে। একাধিক রূপিম একই অর্থ প্রকাশ করলে তাকে সহরূপিম বলে ধরা হয়। যেমন —

ক. গুলান্ — এই সহরূপিম আলোচ্য উপভাষায় ব্যবহৃত হয় চলিত বাংলার 'গুলো', 'গুলি' বোঝানোর জন্য।

খ. রা — এই সহরূপিম চলিত বাংলার ন্যায় বহুবচন বোঝাতে ব্যবহার হয়।

এগুলো ধ্বনিগতভাবে ভিন্ন হলেও সমজাতীয় অর্থ প্রকাশ করেছে। অর্থাৎ দুটিই বহুবচন নির্দেশ করেছে। তাই এগুলো বহুবচন নির্দেশক সহরূপিম। এক্ষেত্রে 'গুলান্' সহরূপিমটি মনুষ্য, অমনুষ্যবাচক এমনকি অপ্রাণীবাচক বিশেষ্যের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে। যেমন — মানুশ্‌গুলান্ (মানুষগুলো), মিঁয়্যাগুলান্ (মেয়েগুলো), পোকিগুলান্ (পাখিগুলো), বোক্‌রিগুলান্ (ছাগলগুলো), চিয়্যার্‌গুলান্ (চেয়ারগুলো), বাশুন্‌গুলান্ (বাসনগুলো)। অপরপক্ষে 'রা' কেবলমাত্র মনুষ্যবাচক বিশেষ্যের সঙ্গে যুক্ত হয়। যেমন — মিঁয়্যারা (মেয়েরা), বেটারা (ছেলেরা), কাকারা।

চলিত বাংলার মতো এখানেও সমধ্বন্যাত্মক সহরূপিমের ব্যবহার দেখা যায়। যেমন — 'বাচ্' ও 'বাচ্'। দুটি রূপিমের ধ্বনিগত উচ্চারণ ও উপলব্ধি একই কিন্তু অর্থ আলাদা। দুটিই বিশেষ্যবাচক রূপিম, অথচ প্রথমটির অর্থ 'মোটরগাড়ি' আর দ্বিতীয়টির অর্থ 'বাজ'। এই বিশেষ্যবাচক রূপিমের সঙ্গে সহরূপিম যুক্ত হয়ে তার গঠনগত রূপের পরিবর্তন ঘটায়। যেমন— বাচ্‌গুলান্। একইভাবে —

শপ্ (পাটি)	—	শপ্‌গুলান্ (পাটিগুলো)
শপ্ (সব)	—	শপ্‌গুলান্ (সবগুলো)
খোলা (খোলামকুচি)	—	খোলাগুলান্ (খোলামকুচিগুলো)
খোলা (তাওয়া)	—	খোলাগুলান্ (তাওয়াগুলো)
খোলা (উঠান)	—	খোলাগুলান্ (উঠানগুলো)

১. ৫ মুক্ত রূপিম (Free Morpheme) ঃ

মুক্ত রূপিমগুলো ক্ষুদ্রতম অংশে বিভাজ্য নয় এবং অন্য রূপিমের সাহায্য ছাড়াও ব্যবহার করা যেতে পারে। সর্বোপরি এদের নিজস্ব অর্থ রয়েছে। যেমন — বোচ্‌তা (বস্তা), দোকান্, বিলি (বিড়াল), কাম্ (কাজ), পাতোর্ (পাথর)। এগুলোর সঙ্গে মুক্ত রূপিম বা বদ্ধ রূপিম যুক্ত হয়েও

পৃথক রূপিম গঠিত হতে পারে। এসব ক্ষেত্রে এককভাবে রূপিমগুলোর যে অর্থ থাকে, সংযুক্ত হওয়ার পর সেই অর্থের পরিবর্তন ঘটে যায়। তখন নতুন অর্থ প্রকাশ করে। যেমন —

ক. কালো	+	বিলি	=	কালোবিলি (কালোবিড়াল)
খ. বোচ্‌তা	+	ডা	=	বোচ্‌তাডা (বস্তাটা)
গ. কাম্‌	+	খ্যান্‌	=	কাম্‌খ্যান্‌ (কাজখানা)

মনে রাখতে হবে, এই সমস্ত ক্ষেত্রে রূপিমগুলোর ক্রম পরিবর্তন সম্ভব নয়।

১. ৬ বদ্ধ রূপিম (Bound Morpheme) ঃ

বদ্ধ রূপিমের নিজস্ব অর্থ রয়েছে এবং এরা ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত নয়। এগুলো মুক্ত রূপিমের সঙ্গে যুক্ত হয়ে মুক্ত রূপিমের অর্থ পরিবর্তন ঘটায়। কিন্তু এগুলো ভাষায় স্বাধীনভাবে ব্যবহৃত হতে পারে না। যেমন — গুলান্‌, রা, এর্‌।

ক. কাট্‌	+	গুলান্‌	=	কাট্‌গুলান্‌ (কাঠগুলো)
খ. ছাওয়াল্‌	+	এর্‌	=	ছাওয়ালের্‌ (ছেলের)
গ. চেংরা	+	রা	=	চেংরারা (ছেলেরা)

২. রূপিমের সাহায্যে শব্দগঠন প্রক্রিয়া ঃ

রূপিমের সাহায্যে চলন বিল অঞ্চল থেকে অভিবাসিত জনগণের কথ্যভাষায় প্রধানত দুটি উপায়ে শব্দ গঠিত হয়ে থাকে।[৩] যথা — ক. একটিমাত্র রূপিমের সাহায্যে এবং খ. একাধিক রূপিমের সমন্বয়ে। নিচে শব্দগঠন প্রক্রিয়া দেখানো হল।

ক. একটিমাত্র রূপিমের সাহায্যে শব্দগঠন —

মা, বাপ, শোবুচ্‌ (সবুজ), ছিম্‌ (শিম), পেঁজ্‌ (পিঁয়াজ), কুটুম্‌ (আত্মীয়), কুত্‌তা (কুকুর), কাইয়্যা (কাক), পোকি (পাখি)।

খ. একাধিক রূপিমের সমন্বয়ে শব্দগঠন —

অ. মুক্ত রূপিম + মুক্ত রূপিম

টেকা	+	কোরি	=	টেকাকোরি (টাকাকড়ি)
মিঁয়্যা	+	মানুশ্‌	=	মিঁয়্যামানুশ্‌ (মেয়েমানুষ)
গোরু	+	বোক্‌রি	=	গোরুবোক্‌রি (গোরুছাগল)
বেটা	+	ছাওয়াল্‌	=	বেটাছাওয়াল (ব্যাটাছেলে)

বিয়্যা	+	বারি	=	বিয়্যাবারি (বিয়েবাড়ি)
রা'ত্	+	কানা + জাঁওই	=	রা'ত্কানা জাঁওই (রাতকানা জামাই)

আ. মুক্ত রূপিম + বদ্ধ রূপিম

পোন্ডিত্	+	ই	=	পোন্ডিতি (পণ্ডিতগিরি)
লাই	+	ড্যা	=	লাইড্যা (লাউটা)
মানুশ্	+	গুলান্	=	মানুশ্গুলান্ (মানুষগুলো)
ছাওয়াল্	+	রা	=	ছাওয়াল্রা (ছেলেরা)
তুশুক্	+	খ্যান্	=	তুশুক্খ্যান্ (তোশকখানা)

ই. বদ্ধ রূপিম + মুক্ত রূপিম

ব্যা	+	জোর্	=	ব্যাজোর্ (বিজোড়)
অ	+	শুবিদ্যা	=	অশুবিদ্যা (অসুবিধা)
আ	+	কাম্	=	আকাম্ (অকাজ)
কু	+	বুদ্দি	=	কুবুদ্দি (কুবুদ্ধি)
শু	+	মোতি	=	শুমোতি (সুমতি)

ঈ. বদ্ধ রূপিম + বদ্ধ রূপিম

কুর্	+	আনি	=	কুরানি (কুড়ানি), ঘুটাকুরানি
তু	+	র্	=	তুর্ (তোর)
আমা	+	ক্	=	আমাক্ (আমাকে)

রূপিমের গঠনপ্রকৃতির উপর নির্ভর করে তার অর্থ। গঠনপ্রকৃতির পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে তার অর্থেরও পরিবর্তন ঘটে। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে বদ্ধ রূপিম বা প্রত্যয়, বিভক্তি। মুক্ত রূপিমের সঙ্গে বদ্ধ রূপিম তথা প্রত্যয়, বিভক্তি যুক্ত হয়ে ব্যাকরণগত নানা সম্পর্ক প্রকাশ করে। রূপিমের আদি, মধ্য বা অন্তে প্রত্যয়, বিভক্তি বা বদ্ধ রূপিম যুক্ত হতে পারে। এই সংযুক্তির ফলে বিভিন্ন পদ, ক্রিয়ার কাল, কারক, পুরুষ, বচন, লিঙ্গ প্রভৃতি ব্যাকরণগত যে সম্পর্ক তৈরি হয়, তা নিচে বিশ্লেষণ করে দেখানো হল।

৩. উপভাষার পদ পরিচয় ঃ

ব্যাকরণগত শ্রেণি হিসেবে পদ একটি উল্লেখযোগ্য বিষয়। প্রচলিত বাংলা ব্যাকরণ অনুসারে পদ দুই প্রকার, যথা — নামপদ ও ক্রিয়াপদ। নামপদকে আবার চার ভাগে ভাগ করা হয়েছে, যথা — বিশেষ্য, সর্বনাম, বিশেষণ ও অব্যয় পদ। সুতরাং সব মিলিয়ে পদের সংখ্যা পাঁচ।

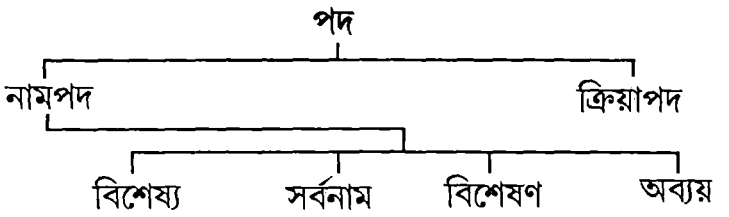

প্রচলিত বাংলা ব্যাকরণের এই পদবিন্যাস রীতি অনুসরণ করে চলন বিল অঞ্চল থেকে অভিবাসিত জনগণের কথ্যভাষার বিভিন্ন পদের পরিচয় তুলে ধরা হল।

৩.১ বিশেষ্যমূলক রূপিম ঃ

বিশেষ্যমূলক রূপিমের সঙ্গে সংযুক্ত হয় প্রত্যয়, বিভক্তিমূলক বদ্ধ রূপিম। এই সংযুক্তির ফলে বিশেষ্যমূলক সম্প্রসারিত রূপিম গঠিত হয়। আলোচ্য উপভাষায় বিশেষ্যমূলক মুক্ত রূপিমের সঙ্গে -র্, -এর্, -ত্, -গুলান্, -রা, -এরা, -ব্যার্ প্রভৃতি বদ্ধ রূপিম সংযুক্ত হয়ে সম্প্রসারিত পদ গঠিত হয়। এখানে চলন বিল অঞ্চল থেকে অভিবাসিত জনগণের কথ্যভাষায় ব্যবহৃত বিভিন্ন শ্রেণির বিশেষ্যমূলক মুক্ত রূপিমের সঙ্গে বদ্ধ রূপিম সংযুক্ত হয়ে যেভাবে সম্প্রসারিত পদ গঠিত হয়, তার কিছু উদাহরণ তুলে ধরা হল।

৩.১.১ সামান্য বা জাতিবাচক বিশেষ্য ঃ

মুক্ত রূপিম	+	বদ্ধ রূপিম	=	সম্প্রসারিত পদ
হেন্দু	+	-র্	=	হেন্দুর্ (হিন্দুর)
বাদ্যা	+	-র্	=	বাদ্যার্ (বেদের)
না'প্ত্যা	+	-র্	=	না'প্ত্যার্ (নাপিতের)
মুছুন্মান্	+	-এর্	=	মুছুন্মানের্ (মুসলমানের)
গাচ্	+	-এর্	=	গাচের্ (গাছের)
ম্যাগ্	+	-এর্	=	ম্যাগের্ (মেঘের)
মাচ্	+	-এর্	=	মাচের্ (মাছের)
মানুশ্	+	-এর্	=	মা'ন্শের্ (মানুষের)
ধান্	+	-এর্	=	ধানের্ (ধানের)

এসব ক্ষেত্রে মুক্ত রূপিমের শেষে স্বরধ্বনি থাকলে বদ্ধ রূপিম হিসেবে -র্ এবং ব্যঞ্জনধ্বনি থাকলে বদ্ধ রূপিম হিসেবে -এর্ সংযুক্ত হয়ে সম্প্রসারিত রূপিম গঠিত হয়ে থাকে।

৩.১.২ সংজ্ঞাবাচক বিশেষ্য ঃ

মুক্ত রূপিম	+	**বদ্ধ রূপিম**	=	**সম্প্রসারিত পদ**
কো'ল্‌কাতা	+	-র্	=	কো'ল্‌কাতার্
বেপারি	+	-র্	=	বেপারির্
নোদি	+	-র্	=	নোদির্ (নদীর)
গাঙ্	+	-এর্	=	গাঙের্
ঠাকুর্	+	-এর্	=	ঠাকুরের্ (পুরোহিতের)
পোধান্	+	-এর্	=	পোধানের্ (প্রধানের)

এক্ষেত্রেও মুক্ত রূপিমের শেষে স্বরধ্বনি থাকলে বদ্ধ রূপিম হিসেবে -র্ এবং ব্যঞ্জনধ্বনি থাকলে বদ্ধ রূপিম হিসেবে -এর্ সংযুক্ত হয়ে সম্প্রসারিত রূপিম গঠিত হয়ে থাকে।

৩.১.৩ ভাব বা গুণবাচক বিশেষ্য ঃ

মুক্ত রূপিম	+	**বদ্ধ রূপিম**	=	**সম্প্রসারিত পদ**
নোবাবি	+	-র্	=	নোবাবির্ (নবাবির)
দুক্‌কো	+	-র্	=	দুক্‌কোর্ (দুঃখের)
কশ্‌টো	+	-র্	=	কশ্‌টোর্ (কষ্টের)
শরোম্	+	-এর্	=	শরোমের্ (লজ্জার)
ভয়	+	-এর্	=	ভয়ের্
শুক্	+	-এর্	=	শুকের্ (সুখের)

এক্ষেত্রেও বিশেষ্যের শেষে স্বরধ্বনি থাকলে বদ্ধ রূপিম হিসেবে -র্ এবং ব্যঞ্জনধ্বনি থাকলে বদ্ধ হিসেবে -এর্ সংযুক্ত হয়ে সম্প্রসারিত রূপিম গঠিত হয়ে থাকে।

৩.১.৪ সমষ্টিবাচক বিশেষ্য ঃ

মুক্ত রূপিম	+	**বদ্ধ রূপিম**	=	**সম্প্রসারিত পদ**
গুশ্‌টি	+	-র্	=	গুশ্‌টির্ (গোষ্ঠীর)

মুক্ত রূপিম	+	বদ্ধ রূপিম	=	সম্প্রসারিত পদ
শোবা	+	-র্	=	শোবার্ (সভার)
কমেটি	+	-র্	=	কমেটির্ (কমিটির)
দল্	+	-এর্	=	দলের্
তামান্	+	-এর্	=	তামানের্ (সবগুলোর)
ভির্	+	-এর্	=	ভিরের্ (ভিড়ের)

পূর্বের মতো এক্ষেত্রেও বিশেষ্যমূলক মুক্ত রূপিমের শেষে স্বরধ্বনি থাকলে -র্ এবং ব্যঞ্জনধ্বনি থাকলে বদ্ধ রূপিম হিসেবে -এর্ যুক্ত হয়ে সম্প্রসারিত রূপিম গঠিত হয়।

৩.১.৫ বস্তুবাচক বিশেষ্য ঃ

মুক্ত রূপিম	+	বদ্ধ রূপিম	=	সম্প্রসারিত পদ
কয়লা	+	-র্	=	কয়লার্
জুঁতা	+	-র্	=	জুঁতার্ (জুতোর)
গোল্লা	+	-র্	=	গোল্লার্ (রসগোল্লার)
চোকি	+	-র্	=	চোকির্ (চৌকির)
জল্	+	-এর্	=	জলের্
ত্যাল্	+	-এর্	=	ত্যালের্ (তেলের)
চিয়্যার্	+	-এর্	=	চিয়্যারের্ (চেয়ারের)

এখানেও পূর্বের মতো মুক্ত রূপিমের শেষে স্বরধ্বনি থাকলে -র্ এবং ব্যঞ্জনধ্বনি থাকলে -এর্ যুক্ত হয়ে সম্প্রসারিত রূপিম গঠিত হয়।

৩.১.৬ ক্রিয়াবাচক বিশেষ্য ঃ

মুক্ত রূপিম	+	বদ্ধ রূপিম	=	সম্প্রসারিত পদ
কা'ন্দ্	+	-ব্যার্	=	কা'ন্দ্ব্যার্ (কাঁদবার)
জা	+	-ব্যার্	=	জাব্যার্ (যাবার)
কো	+	-ব্যার্	=	কোব্যার্ (বলবার)

চলিত বাংলায় সম্প্রসারিত ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যমূলক রূপিমের সঙ্গে যেখানে -তে বদ্ধ

রূপিম যুক্ত হয়, এই উপভাষায় সেখানে -ব্যার্ যুক্ত হয়। আবার ক্রিয়াবাচক বিশেষ্যমূলক মুক্ত রূপিমের সঙ্গে -য় বদ্ধ রূপিম যুক্ত হয়েও সম্প্রসারিত রূপিম গঠিত হয়। যেমন —

মুক্ত রূপিম	+	**বদ্ধ রূপিম**	=	**সম্প্রসারিত পদ**
হাঁশা	+	-য়	=	হাঁশায় (হাসায়)
দেকা	+	-য়	=	দেকায় (দেখায়)
কান্‌দা	+	-য়	=	কান্‌দায় (কাঁদায়)
কোয়া	+	-য়	=	কোয়ায় (বলায়)

৩.১.৭ চলিত বাংলা ভাষায় বহুবচন বোঝাতে সাধারণত -দের, -গুলি, -গণ, -রাশি, -বর্গ, -পুঞ্জ, -সমূহ প্রভৃতি বদ্ধ রূপিম বিশেষ্যমূলক মুক্ত রূপিমের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সম্প্রসারিত রূপিম গঠন করে। কিন্তু এই উপভাষায় এই বদ্ধ রূপিমগুলোর ব্যবহার নেই। যেমন —

মুক্ত রূপিম	+	**বদ্ধ রূপিম**	=	**সম্প্রসারিত পদ**
কাকা	+	রে	=	কাকারে (কাকাদের)
বুদা	+	রে	=	বুদারে (বুধাদের)
মামা	+	রে	=	মামারে (মামাদের)
মাশ্‌টার্	+	রা	=	মাশ্‌টার্‌রা (মাস্টারগণ)
জা'ল্যা	+	রা	=	জা'ল্যারা (জেলেরা)
ভাই	+	রা	=	ভাইরা (ভাইয়েরা)
মাচ্	+	গুলান্	=	মাচ্‌গুলান্ (মাছগুলো)
কাট্	+	গুলান্	=	কাট্‌গুলান্ (কাঠগুলো)
চোই	+	গুলান্	=	চোইগুলান্ (হাঁসগুলো)

চলিত বাংলা ভাষার -দের, -গণ, -গুলো প্রভৃতি বদ্ধ রূপিমের স্থানে এই উপভাষায় -রা, -রে, -গুলান্ ইত্যাদি বদ্ধ রূপিম ব্যবহৃত হয়।

৩.২ বিশেষ্যমূলক পদ গঠন ঃ

চলন বিল অঞ্চল থেকে অভিবাসিত জনগণের কথ্যভাষায় চলিত বাংলা ভাষার মতো মুক্ত রূপিমের সঙ্গে উপসর্গ বা আদি প্রত্যয় এবং পরসর্গ বা অন্ত্য প্রত্যয় যোগে বিশেষ্যমূলক পদ গঠিত হয়। যেমন —

৩.২.১ আদি প্রত্যয় যোগে ঃ

আদি প্রত্যয়	মুক্ত রূপিম	পদ
/অ -/	শুবিদ্যা	অশুবিদ্যা (অসুবিধা)
	শোমায়	অশোমায় (অসময়)
	লোক্‌কি	অলোক্‌কি (অলক্ষ্মী)
/আ -/	কাম্‌	আকাম্‌ (ক্ষতি)
	জাগা	আজাগা (অস্থান)
	কাল্‌	আকাল্‌ (অভাব)
	দেকা	আদেকা (অদেখা)
/ব্যা -/	হ্যা/য়্যা	ব্যাহ্যা/ব্যায়্যা (বেহায়া)
	টাইম্‌	ব্যাটাইম্‌ (বেটাইম)
	আদোপ্‌	ব্যাদোপ্‌ (বেয়াদব)
	দকোল্‌	ব্যাদকোল্‌ (বেদখল)
/বদ্‌ -/	মেজাচ্‌	বদ্‌মেজাচ্‌ (বদমেজাজ)
	রাগি	বদ্‌রাগি
	বুদ্‌দি	বদ্‌বুদ্‌দি (বদবুদ্ধি)
	জাত্‌	বোজ্‌জাত্‌ (বজ্জাত)
/নি -/	খোঁচ্‌	নিখোঁচ্‌ (নিখোঁজ)
	আশা	নির‍্যাশা (নিরাশা)
	খোর্‌চা	নিখোর্‌চা (নিখরচা)
/না -/	হো'ক্‌	নাহো'ক্‌ (না হোক)
	থা'ক্‌	নাথা'ক্‌ (না থাক)
	বালোক্‌	নাবাল্‌লোক্‌ (নাবালক)

আদি প্রত্যয়	মুক্ত রূপিম	পদ
/শু -/	দিন্	শুদিন্ (সুদিন)
	শোমায়	শুশোমায় (সুসময়)
	খবোর্	শুখবোর্ (সুখবর)
/কু-/	কাম্	কুকাম্ (কুকাজ)
	বুদ্দি	কুবুদ্দি (কুবুদ্ধি)
	নজোর্	কুনজোর্ (কুনজর)
/ভর্ -/	প্যাট্	ভর্প্যাট্ (ভরপেট)
	বেলা	ভর্বেলা
/ভোরা -/	বারি	ভোরাবারি (ভরাবাড়ি)
	হাট্	ভোরাহাট্
	কোল্	ভোরাকোল্
/হাপ্ -/	হাতা	হাপ্হাতা (হাফহাতা)
	বেলা	হাপ্বেলা (অর্ধদিবস)
	টাইম্	হাপ্টাইম্ (হাফটাইম)

৩.২.২ অন্ত্য প্রত্যয় যোগে ঃ

অন্ত্য প্রত্যয়	মুক্ত রূপিম	পদ
/- আ/	হাত্	হাতা
	ঘুঁচ্	ঘুঁচা (অতিবাহিত অর্থে)
	হাঁশ্	হাঁশা (হাসা)
/- আমু/	খেপা	খেপামু (খেপামি)
	পাগোল্	পাগ্লামু (পাগলামি)
	মাতাল্	মাত্লামু (মাতলামি)
	ফাজিল্	ফা'জ্ল্যামু (ফাজলামি)

অন্ত্য প্রত্যয়	মুক্ত রূপিম	পদ
/- গিরি/	ঝি	ঝিগিরি
	বাবু	বাবুগিরি
	মাজি	মাজিগিরি (মাঝিগিরি)
/- য়ালা/	টেকা	টেকায়ালা (টাকাওয়ালা)
	বরোপ্	বরোপ্য়ালা (বরফওয়ালা)
	দাঁরি	দাঁরিয়ালা (দাড়িওয়ালা)
/- আনি/	কুর্	কুরানি (কুড়ানি)
	বের্	বেরানি
	বান্	বানানি (মজুরি)
/- আর্/	চাম্	চামার্
	কাম্	কামার্
/-ই/	মাশ্টার	মাশ্টারি
	দাক্তার্	দাক্তারি (ডাক্তারি)
	জোমিদার্	জোমিদারি
/-দার্/	দোকান্	দোকান্দার্
	পাওনা	পাওনাদার্
	জোমি	জোমিদার্
/- না/	ঢাক্	ঢাক্না
	বাট্	বাট্না
	বাজ্	বাজ্না
/-খানা/	জেল্	জেল্খানা
	দাক্তার্	দাক্তার্খানা

অন্ত্য প্রত্যয়	মুক্ত রূপিম	পদ
/- অ্যাল্/	গারি	গার‍্যাল্ (গাড়িয়াল)
	ঘাট	ঘাট্যাল্ (ঘাটোয়াল)
	মাটি	মাট্যাল্ (মেটে)
/- খোর্/	নিশ্যা	নিশ্যাখোর্ (নেশাখোর)
	গাঁজা	গাঁজাখোর্
	শুদ্	শুদ্‌খোর্ (সুদখোর)
	ঘুঁশ্	ঘুঁশ্‌খোর্ (ঘুষখোর)
/- উক্/	প্যাঁচ্	পেঁচুক্
	হিংশ্যা	হিংশুক্ (হিংসুক)
	নিন্দ্যা	নিন্দুক্
	মিশ্যা	মিশুক্
/- জাদা/	হারাম্	হারাম্‌জাদা
	নোবাব্	নোবাব্‌জাদা

৩.৩ বিশেষণমূলক পদ গঠন ঃ

এই উপভাষায় বিশেষ্যমূলক রূপিমের সঙ্গে অন্ত্য প্রত্যয় যুক্ত হয়ে বিশেষণমূলক পদ বা সাধিত রূপিম গঠিত হয়। যেমন —

অন্ত্য প্রত্যয়	মুক্ত রূপিম	সাধিত রূপিম
/- ই/	হিঁশ্যাব্	হিঁশ্যাবি (হিসাবি)
	লোব্	লোবি (লোভী)
	আবাদ্	আবাদি
	দ্যাশ্	দেশি
	শুক্	শুকি (সুখী)
	শায়েব্	শায়েবি (সাহেবি)

অন্ত্য প্রত্যয়	মুক্ত রূপিম	সাধিত রূপিম
/- অ্যা/	গাচ্	গাচ্যা (গেছো)
	মাচ্	মাচ্যা (মেছো)
	মাটি	মাট্যা (মেটে)
	বাত্	বাত্যা (বেতো)
/- উ/	চল্	চালু
	ঢাল্	ঢালু
/- উক্/	হিংশ্যা	হিংশুক্
	প্যাট্	পেটুক্
	নিন্দ্যা	নিন্দুক্
/-ট্যা/	ঘোলা	ঘোলাট্যা
	ধোঁয়া	ধোঁয়াট্যা
	বোকা	বোকাট্যা
	বিশ্	বিশ্ট্যা (লবণাক্ত)
/- চ্যা/	কালো	কা'ল্চ্যা
	লাল্	লা'ল্চ্যা
/- আ'ল্/	মাতা	মাতা'ল্ (মাথাল)
	ধার্	ধারা'ল্
	আটা	আটা'ল্ (আঠালো)
/- তো/	কাকা	কাকাতো
	মামা	মামাতো
	পিশি	পিচ্ত্যাতো
	জেটা	জেটাতো

৩. ৪ পদাশ্রিত নির্দেশক বা বিশেষ বিশেষ্য ঃ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর টি, টা, খানা, খানি, গাছা, গাছি, টুকু প্রভৃতি নির্দেশকের উল্লেখ করেছেন। এগুলোকে তিনি বলেছেন 'বিশেষ বিশেষ্য'। চলিত বাংলার মতো এই উপভাষাতেও 'বিশেষ বিশেষ্য' বা পদাশ্রিত নির্দেশক ব্যবহৃত হয়। উপভাষায় ব্যবহারের সময় পদাশ্রিত নির্দেশকগুলো চলিত বাংলার রীতিই মেনে চলে। তবে সেই রীতি সর্বত্র এক নয়। আলোচ্য উপভাষায় এই সব পদাশ্রিত নির্দেশক ব্যবহারের সময় সামান্য পরিবর্তিত হয়ে ব্যবহৃত হয়। এখানে টা, ডা, ড্যা, খ্যান্, জোন্, জোনা, ডি, খানি, টুক্, টুকা প্রভৃতি নির্দেশকের ব্যবহার রয়েছে। যেমন —

ক. বিশেষ্যের অবস্থান নির্দেশক —

মানুশ্‌টা (মানুষটি), বোক্‌রিড্যা (ছাগলটি), বোইখ্যান্ (বইখানা), গোরুডা (গোরুটি)।

খ. সংখ্যাবাচক বিশেষণ যোগে বিশেষ্যের অবস্থান নির্দেশক —

তিন্‌ড্যা পোকি (তিনটি পাখি), ছয়ডা বোই (ছয়টি বই), দশ্‌টা টেকা (দশটি টাকা), মিঁয়্যা চা'র্‌ড্যা (মেয়ে চারটি)।

গ. সংখ্যাবাচক বিশেষণের পূর্বে ব্যবহৃত নির্দেশক —

খান্‌তিনেক্ কাপুর্ (খানতিন কাপড়), জোন্‌চারেক্ লোক্ (জনচার লোক), জোনাদুই জাল্যা (জনদুই জেলে)।

ঘ. পরিমাণবাচক বিশেষণ যোগে বিশেষ্যের অবস্থান নির্দেশক —

অ্যাতোডি ভাত্ (এতটা ভাত), অ্যাতোখানি বেলা (এতখানি বেলা), অ্যাতোডা পত্ (এতটা পথ)।

ঙ. পরিমাণে, অল্পার্থে ও আদরে নির্দেশক —

অতোটুক্ ছাওয়াল্ (অতটুকু ছেলে), ইট্‌টুখানি জোমি (একটুখানি জমি), অ্যাতোটুকা চেংরা (এতটুকু ছেলে)।

৩.৫ সর্বনামমূলক রূপিম ঃ

চলিত বাংলা ভাষার মতো চলন বিল অঞ্চল থেকে অভিবাসিত জনগণের কথ্যভাষায় সর্বনাম পদের পূর্ণাঙ্গ ও বিচিত্র ব্যবহার লক্ষ করা যায়। চলিত বাংলার মতোই ক্রিয়ার রূপ

নিয়ন্ত্রণে, কারক ও বচনভেদে সর্বনামের রূপভেদ দেখা যায়। এমনকি বাক্য বা বাক্যাংশের পরিবর্তেও সর্বনাম পদের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়।

৩.৫.১ পুরুষবাচক সর্বনাম ঃ

চলিত বাংলার মতো এখানেও ক্রিয়ার রূপ নিয়ন্ত্রণে পুরুষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়ে থাকে। এই উপভাষায় পুরুষভেদে (উত্তম, মধ্যম ও প্রথম) ক্রিয়ার রূপ সম্পূর্ণ পৃথক। সেই সঙ্গে পুরুষবাচক সর্বনাম পদের বিচিত্র ব্যবহারও দেখা যায়। নিচের তালিকায় পুরুষবাচক সর্বনাম পদের পরিচয় তুলে ধরা হল।

পুরুষ	একবচন	বহুবচন
উত্তম	আমি, আমার্, আমাক্	আম্‌রা, আমারে, আমারেক্
মধ্যম	তুই, তুমি, আপ্‌নে তুর্, তোমার্, আপ্‌নের্ তুক্, তোমাক্, আপ্‌নেক্	তুরা, তোম্‌রা, আপ্‌নেরা তুরে, তোমারে, আপ্‌নেরে তুরেক্, তোমারেক্, আপ্‌নেরেক্
প্রথম	ওই/উঁই (সে), উঁনি (তিনি) অর্, উঁনার্/উঁনির্ অক্, উঁনাক্/উঁনিক্	ওরা, উঁনির‍্যা (তাঁরা)/উঁনারা (তাঁরা) অরে, উঁনারে/উঁনিরে (ওঁদের) অরেক্, উঁনারেক্/উঁনিরেক্

ক. উত্তম পুরুষবাচক সর্বনাম ঃ

এই উপভাষায় উত্তম পুরুষবাচক সর্বনাম পদের একবচনের ক্ষেত্রে আম্, আমা প্রাতিপদিক (Stem) হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আর বহুবচনের ক্ষেত্রে প্রাতিপদিক হিসেবে ব্যবহৃত হয় আম্, আমা, আমার্। এই প্রাতিপদিকগুলোর সঙ্গে বিভক্তিবাচক বিকরণ যুক্ত হয়ে পদ নিষ্পন্ন হয়। যেমন —

বচন	মুক্ত রূপিম/বদ্ধ রূপিম (প্রাতিপদিক)	+ বদ্ধ রূপিম (বিভক্তিবাচক বিকরণ)	= পদ
একবচন	আম্	- ই	= আমি
	আমা	- র্	= আমার্
	আমা	- ক্	= আমাক্ (আমাকে)
বহুবচন	আম্	- রা	= আম্‌রা
	আমা	- রে	= আমারে (আমাদের)
	আমার্	- এক্	= আমারেক্ (আমাদেরকে)

উপরের তালিকা অনুসারে দেখা যাচ্ছে যে, একবচনের সাধারণ প্রাতিপদিক হল 'আমা'। সেই হিসেবে আমা + র্ = আমার্ একটি সম্বন্ধ পদ। কিন্তু 'আমার্' শব্দটিকেই প্রাতিপদিক রূপে ব্যবহার করে এবং তার সঙ্গে অতিরিক্ত বিভক্তিরূপে -'এক্' যোগ করে আলোচ্য উপভাষায় পদ নিষ্পন্ন করা হচ্ছে। আবার 'আমা' প্রাতিপদিকের সঙ্গেই অতিরিক্ত বিভক্তিরূপে -'রে' যুক্ত হয়ে বহুবচনের 'আমারে' (আমাদের) পদ নিষ্পন্ন হচ্ছে। মান্য চলিতে এই ধরনের বৈশিষ্ট্য দেখা যায় না।

খ. মধ্যম পুরুষবাচক সর্বনাম ঃ

এই উপভাষায় মধ্যম পুরুষবাচক সর্বনাম পদের একবচনের ক্ষেত্রে তু, তুম্, আপ্, তোমা এবং বহুবচনের ক্ষেত্রে তু, তোম্, তোমার্, আপ্নে, আপ্নের্ প্রাতিপদিক হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। উভয়ক্ষেত্রেই এই প্রাতিপদিকগুলোর সঙ্গে বিভক্তিবাচক বিকরণ যুক্ত হয়ে পদ নিষ্পন্ন হয়। নিচের সারণির মাধ্যমে মধ্যম পুরুষবাচক সর্বনাম পদের গঠনবৈশিষ্ট্য তুলে ধরা হল।

বচন	মুক্ত রূপিম/বদ্ধ রূপিম (প্রাতিপদিক)	+ বদ্ধ রূপিম (বিভক্তিবাচক বিকরণ)	= পদ
একবচন	তু	-ই	= তুই (তুচ্ছার্থক রূপ)
	তুম্	-ই	= তুমি (সাধারণ রূপ)
	আপ্	-নে	= আপ্নে (সাম্মানিক রূপ)
	তু	-র্	= তুর্ (তোর)
	তোমা	-র্	= তোমার্
	আপ্নে	-র্	= আপ্নের্ (আপনার)
	তু	-ক্	= তুক্ (তোকে)
	তোমা	-ক্	= তোমাক্ (তোমাকে)
	আপ্নে	-ক্	= আপ্নেক্ (আপনাকে)
বহুবচন	তু	-রা	= তুরা (তোরা)
	তোম্	-রা	= তোম্রা
	আপ্নে	-রা	= আপ্নেরা (আপনারা)
	তু	-রে	= তুরে (তোদের)
	তোমার্	-এ	= তোমারে (তোমাদের)
	আপ্নে	-রে	= আপ্নেরে (আপনাদের)
	তুর্	-এক্	= তুরেক্ (তোদেরকে)
	তোমার্	-এক্	= তোমারেক্ (তোমাদেরকে)
	আপ্নের্	-এক্	= আপ্নেরেক্ (আপনাদেরকে)

উত্তম পুরুষের মতো মধ্যম পুরুষের ক্ষেত্রেও নিষ্পন্ন পদ আপ্‌নে, তোমার্, তুর্, আপ্‌নের্ প্রাতিপদিক হিসেবে এই উপভাষায় ব্যবহৃত হয়। এগুলোর সঙ্গে অতিরিক্ত বিভক্তিরূপে যথাক্রমে যুক্ত হয় -'রা', -'এ', -'এক্', -'এক্' এবং বহুবচনের পদ নিষ্পন্ন হয়। এটি উপভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য, চলিত বাংলায় এই বৈশিষ্ট্য পাওয়া যায় না।

গ. প্রথম পুরুষবাচক সর্বনাম ঃ

এই উপভাষায় প্রথম পুরুষবাচক সর্বনাম পদের একবচনের ক্ষেত্রে ও, উঁই, উঁনা/উঁনি, অ প্রাতিপদিক হিসেবে ব্যবহৃত হয়। আর বহুবচনের ক্ষেত্রে প্রাতিপদিক হিসেবে ব্যবহৃত হয় ও, উঁনি/উঁনা, উঁনার্/উঁনির্, অর্। এই প্রাতিপদিকগুলোর সঙ্গে বিভক্তিবাচক বিকরণ যুক্ত হয়ে পদ নিষ্পন্ন হয়। কীভাবে পদ নিষ্পন্ন হয়, তা নিচের তালিকায় দেখানো হল।

বচন	মুক্ত রূপিম/বদ্ধ রূপিম (প্রাতিপদিক)	+ বদ্ধ রূপিম (বিভক্তিবাচক বিকরণ)	= পদ
একবচন	ও	-ই	= ওই (ও)
	উঁই	- ০	= উঁই (সে)
	উঁনি	- ০	= উঁনি (তিনি)
	অ	- র্	= অর্ (তার)
	উঁনা/উঁনি	- র্	= উঁনার্ (তাঁর)/উঁনির্
	অ	- ক্	= অক্ (তাকে)
	উঁনি/উঁনা	- ক্	= উঁনিক্ (তাঁকে)/উঁনাক্
বহুবচন	ও	- রা	= ওরা
	উঁনি/উঁনা	- রা্	= উঁনিরা/উঁনারা (তাঁরা)
	উঁনি	- র‍্যা	= উঁনির‍্যা (তাঁরা)
	অর্	- এ	= অরে (ওদের)
	উঁনি/উঁনা	- রে	= উঁনিরে/উঁনারে (ওঁদের)
	অর্	- এক্	= অরেক্ (ওদেরকে)
	উঁনার্/উঁনির্	- এক্	= উঁনারেক্/উঁনিরেক্

উত্তম ও মধ্যম পুরুষের মতো প্রথম পুরুষেও নিষ্পন্ন পদ অর্, উঁনার্/উঁনির্ বহুবচনের ক্ষেত্রে প্রাতিপদিক হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে পুনরায় পদ নিষ্পন্ন করে। উপভাষার এই উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যটি চলিত বাংলায় অনুপস্থিত।

ঘ. চলিত বাংলা ভাষায় ক্রিয়ার রূপ নিয়ন্ত্রণে পুরুষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে। এই উপভাষাতেও ক্রিয়ার রূপ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে পুরুষের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। এখানে তিন প্রকার পুরুষেরই মুক্ত রূপিমের সঙ্গে বদ্ধ রূপিম যুক্ত হয়ে মুক্ত রূপিমের গঠনপ্রকৃতির পরিবর্তন সাধন করে। পুরুষভেদে ক্রিয়ার রূপের এই পরিবর্তন নিম্নরূপ হয়ে থাকে।

পুরুষ	মুক্ত রূপিম + বদ্ধ রূপিম (বিভক্তি)		= পদ
উত্তম	ক	- বো	= কবো (বলবো)
মধ্যম (তুচ্ছার্থে)	ক	- বু	= কোবু (বলবি)
মধ্যম (সাধারণ)	ক	- ব্যা	= কোব্যা (বলবে)
মধ্যম (সম্ভ্রমার্থে)	ক	- ব্যান্	= কোব্যান্ (বলবেন)
প্রথম (সাধারণ)	ক	- বি	= কোবি (বলবে)
প্রথম (সম্ভ্রমার্থে)	ক	- বেন্	= কোবেন্ (বলবেন)

ঙ. চলিত বাংলার মতো এখানেও কারকভেদে সর্বনাম পদের রূপের পরিবর্তন হয়। নিচের সারণিতে সেই রূপভেদ দেখানো হল।

কর্তৃ	কর্ম	করণ	অপাদান	সম্বন্ধপদ
আমি	আমাক্	আমাক্ দিয়্যা	আমার্ থাক্যা	আমার্
তুই	তুক্	তুক্ দিয়্যা	তুর্ থাক্যা	তুর্
তুমি	তোমাক্	তোমাক্ দিয়্যা	তোমার্ থাক্যা	তোমার্
আপ্নে	আপ্নেক্	আপ্নেক্ দিয়্যা	আপ্নের্ থাক্যা	আপ্নের্
ওই (সে)	অক্	অক্ দিয়্যা	অর্ থাক্যা	অর্
উঁনি (তিনি)	উঁনাক্/ উঁনিক্	উঁনাক্ দিয়্যা/ উঁনিক্ দিয়্যা	উঁনার্ থাক্যা/ উঁনির্ থাক্যা	উঁনার্/ উঁনির্

৩.৫.২ নির্দেশক সর্বনাম ঃ

এই উপভাষায় সামীপ্যবাচক ও দূরত্ববাচক উভয় প্রকার নির্দেশক সর্বনাম পদই ব্যবহৃত হয়। সেগুলো হল —

নির্দেশক সর্বনাম	একবচন	বহুবচন
সামীপ্যবাচক	এড্যা (এটা) ই (এই) এটি (এখানে) ইরোম্ (এমন) ইটি (এখানে) এরোম্ (এমন)	ইগুলা (এগুলো) এগ্ল্যা (এগুলো)
দূরত্ববাচক	ওই উ (ওই) ওটি (ওখানে) ওড্যা (ওটা) উটি (ওখানে) শেড্যা (সেটা)	ওগ্ল্যা (ওগুলো) উগুলা (ওগুলো) শেগ্ল্যা (সেগুলো)

এই নির্দেশক সর্বনামগুলোর সঙ্গে বদ্ধ রূপিম বা বিভক্তিবাচক বিকরণ যুক্ত হয়ে কারক-সম্পর্কিত সর্বনাম পদ তৈরি হয়। যেমন —

মুক্ত রূপিম / প্রাতিপদিক	+	**বদ্ধ রূপিম / বিভক্তিবাচক বিকরণ**	**= পদ**
এড্যা		- ক্	= এড্যাক্ (এটাকে)
এড্যা		- র্	= এড্যার্ (এটার)
এটি/ইটি		- ক্যার্	= এটিক্যার্/ইটিক্যার্ (এখানকার)
উটি/ওটি		- ক্যার্	= উটিক্যার্/ওটিক্যার্ (ওখানটার)
ওড্যা		- ক্	= ওড্যাক্ (ওটাকে)
ওড্যা		- র্	= ওড্যার্ (ওটার)
ইগুলা/এগ্ল্যা		- ক্	= ইগুলাক্/এগ্ল্যাক্ (এগুলোকে)
ইগুলা/এগ্ল্যা		- র্	= ইগুলার্/এগ্ল্যার্ (এগুলোর)
ওগ্ল্যা/উগুলা		- ক্	= ওগ্ল্যাক্/উগুলাক্ (ওগুলোকে)
ওগ্ল্যা/উগুলা		- র্	= ওগ্ল্যার্/উগুলার্ (ওগুলোর)
শেড্যা		- ক্	= শেড্যাক্ (সেটাকে)
শেড্যা		- র্	= শেড্যার্ (সেটার)
শেগ্ল্যা		- ক্	= শেগ্ল্যাক্ (সেগুলোকে)
শেগ্ল্যা		- র্	= শেগ্ল্যার্ (সেগুলোর)

৩.৫.৩ অনির্দেশক সর্বনাম ঃ

সরাসরি নির্দিষ্ট না-করে, কোনো কিছুকে বোঝাতে এই উপভাষায় কতকগুলো সর্বনাম পদের ব্যবহার রয়েছে। পরিচয়হীন ব্যক্তি, বস্তু বা ভাব বোঝাতেও অনির্দেশক সর্বনামের প্রয়োগ হয়। যেমন —

ক. কাকো — কাকো কোবু না, বু'চ্চু ?
(কাউকে বলবি না, বুঝেছিস?)

খ. কেও — তুরা কেও কাম্ডা পা'র্বু?
(তোরা কেউ কাজটা পারবি?)

গ. কুনোটি — কুনোটি জাবু না।
(কোথাও যাবি না।)

ঘ. অমোক্ — অমোক্/ওমুক্ জে আ'শ্তে চাচিলো।
(অমুক যে আসতে চেয়েছিল।)

ঙ. কিচু — কিচু না কো'র্লে চো'ল্বি কি কোর্যা?
(কিছু না করলে চলবে কী করে?)

চ. কিচু-না-কিচু — কিচু-না-কিচু কোর্যা শোমায়ডা কাটাতে হোবি।
(কিছু-না-কিছু করে সময়টা কাটাতে হবে।)

৩.৫.৪ প্রশ্নবাচক সর্বনাম ঃ

এই উপভাষায় প্রশ্ন, জিজ্ঞাসা বা কোনো কিছু জানার জন্য চলিত বাংলার মতোই কে, কি, কাক্, কেও, কুন্, কবে, কারে প্রভৃতি সর্বনাম পদ ব্যবহৃত হয়। এগুলো ছাড়াও নানা প্রসঙ্গে এই উপভাষায় আরও বেশ কিছু প্রশ্নবাচক সর্বনাম পদের ব্যবহার লক্ষ করা যায়। সেগুলোর একটি তালিকা এখানে দেওয়া হল —

প্রসঙ্গ	সর্বনাম	বাক্যে ব্যবহার
সময়	কোকুন্	কোকুন্ জাবু ? (কখন যাবি?)
	কুন্ শোমায়	কাম্‌ডা কুন্ শোমায় কোরিচো? (কাজটা কোন সময় করেছ?)
	কুন্‌বেলা	কুন্‌বেলা পাটাবু? (কোন বেলায় পাঠাবি?)
	শেকুন্	শেকুন্ আমাক্ কো'শ্‌ন্যা জেন্? (তখন আমাকে বলিস না যেন?)
দিন	কুনদিন্	শি তো কুন্‌দিন্‌ক্যার্ কোতা? (সে তো কোন দিনের কথা?)
	কত্‌দিন্	তুর্ আশা কত্‌দিন্ হো'লো? (তোর আসা কতদিন হল?)
স্থান	কুন্‌টি	বোইড্যা কুন্‌টি রাকিচ্যান্? (বইটা কোথায় রেখেছেন?)
কারণ	ক্যা	তুর্ অ্যাতো ত্যাল্ ক্যা রে? (তোর এত তেল কেন রে?)
	ক্যান্	ক্যান্ তুই অরে বারিত্ গেলু? (তুই কেন ওদের বাড়ি গেলি?)
	ক্যানো	ক্যানো কি হে? (কেন কী হে?)
পরিমাণ	কয়ডা	কয়ডা শোব্‌রি খাচু? (কয়টা পেয়ারা খেয়েছিস?)
	কতোডি	কতোডি ভাত্ খাতে পা'র্‌বু, ক? (কতগুলো ভাত খেতে পারবি, বল?)
	কয়খ্যান্/ কয়খান্	পুজাত্ কয়খ্যান্ কাপুর্ পাচু? (পুজোয় কয়খানা কাপড় পেয়েছিস?)
	কয়জোন্	কয়জোন্ কামে লাগিচে? (কত জন কাজে লেগেছে?)

৩.৫.৫ আত্মবাচক সর্বনাম ঃ

এখানে আত্মবাচক সর্বনাম হিসেবে নিজেই, নিজের্, আপোন্, খোদ্, আপ্‌না আপ্‌নি, নিজ্ নিজ্, আপোন্ আপোন্ প্রভৃতি সর্বনাম ব্যবহৃত হয়। যেমন —

ক. নিজেই — শেকুন্ আমি নিজেই কবো।
(তখন আমি নিজেই বলব।)

খ. নিজের্ — আমি নিজের্ চোকে দেকিচি।
(আমি নিজের চোখে দেখেছি।)

গ. আপোন্ — চেংরাডা আপোন্ মুনে খেলিচ্‌চে।
(ছেলেটা আপন মনে খেলছে।)

ঘ. খোদ্ — বিশ্যা খোদ্ শুন্যা আ'চ্‌চে।
(বিশে নিজে শুনে এসেছে।)

ঙ. আপ্‌না আপনি — ঘুঁশ না দিলে কাম্ আপ্‌না আপ্‌নি হয় না।
(ঘুষ না দিলে কাজ নিজে নিজে হয় না।)

চ. নিজ্ নিজ্ — একুন্ থাক্যা শোবাই নিজ্ নিজ্ পত্ দেক্যা ন্যাও।
(এখন থেকে সবাই নিজের নিজের পথ দেখে নাও।)

ছ. আপোন্ আপোন্ — শোবাই আপোন্ আপোন্ চিন্ত্যা কোর্য্যা রাকিচে।
(সবাই আপন আপন চিন্তা করে রেখেছে।)

৩.৫.৬ সর্বনামমূলক পদ ঃ

উপরোক্ত সর্বনাম পদগুলো ছাড়াও এই উপভাষায় কতকগুলো সর্বনামমূলক পদ রয়েছে। সেগুলো হল —

ক. সময় নির্দেশক — একুন্, জোকুন্, তোকুন্, একুনি।
খ. স্থান নির্দেশক — জেটি, শেটি, জিটি, শিটি।
গ. সাকল্যবাচক সর্বনাম — শোবাই, শপ্ (সব), শপ্গুলা, মুট্টি (মোট)।
ঘ. সাপেক্ষ সর্বনাম — জোকুন্-তোকুন্, জার্-তার্, জে-শে (যে-সে), জেমুন্-তেমুন্।

৩.৬ সর্বনামজাত বিশেষণ ঃ

এখানেও মান্য চলিত বাংলার মতো সর্বনামজাত বিশেষণ পদের ব্যবহার রয়েছে। নিচে দেশ, কাল, পরিমাণ সাদৃশ্য প্রভৃতির ভাব প্রকাশক সর্বনামজাত বিশেষণের তালিকা তুলে ধরা হল।

দেশবাচক	কালবাচক	পরিমাণবাচক	সাদৃশ্যবাচক
এটি, ওটি, জেটি, শেটি, কুন্টি	একুন্, কোকুন্, জেকুন্ / জোকুন্, তেকুন্ / তোকুন্	অ্যাতো, অতো, জতো, কতো, জ্যাতো	জেমুন্, তেমুন্

৩.৭ ক্রিয়াবিশেষণ ঃ

মান্য চলিত বাংলার পাশাপাশি কিছু আলাদা (নতুন) ক্রিয়াবিশেষণ এই উপভাষায় পাওয়া যায়। সেগুলো হল —

ক. চট্ — শীঘ্র অর্থে — চট্ কোর্য্যা আয়।
খ. টপ্ — দ্রুত অর্থে — টপ্ কোর্য্যা খাতো।
গ. ভক্ — হঠাৎ অর্থে — ভক্ কোর্য্যা গুন্দো লা'গ্লো।
ঘ. শট্ — তাড়াতাড়ি অর্থে — শট্ কোর্য্যা জাবু আর্ আ'শ্পু।
ঙ. হেঁকাবেঁকা — তাড়াহুড়ো অর্থে — আর্ হেঁকাবেঁকা কোরিশ্ ন্যা।
চ. কুন্দাকুন্দি — দ্বন্দ্ব অর্থে — ভায়ে ভায়ে কুন্দাকুন্দি কোর্য্যা মো'লো।
ছ. আদামাদা — যেমন-তেমন অর্থে — কামডা আদামাদা কোর্য্যা রাকিচু ক্যা?

৩.৮ অব্যয় পদ ঃ

চলিত বাংলার মতো এই উপভাষায় বাক্য গঠনের ক্ষেত্রে বিশেষ্য, সর্বনাম, বিশেষণ, ক্রিয়াবিশেষণ এবং ক্রিয়াপদেরই প্রাধান্য বেশি করে চোখে পড়ে। কিন্তু এসবের বাইরেও বাক্যের অন্বয়ের ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য ঘটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে অব্যয় পদ। এগুলো পদের সঙ্গে পদের, বাক্যের সঙ্গে বাক্যের সংযোগ বা বিয়োগ সাধন করে। মনের আবেগ, উচ্ছ্বাস কিংবা ভাব বা অর্থ বোঝাতেও উপভাষায় এদের যথেষ্ট প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। বাক্যকে পূর্ণাঙ্গ বা অলংকৃত করার জন্যও অব্যয়ের প্রচুর ব্যবহার দেখা যায় এখানে।

এই উপভাষায় অব্যয়ের সংখ্যা প্রচুর। এদের অধিকাংশই মান্য চলিত বাংলা ভাষার অনুসারী। কেবল উপভাষার নিজস্ব উচ্চারণপ্রকৃতি অনুযায়ী সেগুলো উচ্চারিত হয় মাত্র। তবে উপভাষার নিজস্ব অব্যয়ও রয়েছে বেশ কিছু। নিচে উপভাষায় ব্যবহৃত অব্যয়গুলোর প্রয়োগ দেখানো হল।

ক. বিন্যা (বিনা) — বিন্যা দোশে চেংরাডা মা'র্ খা'লো।
খ. মুতো (মতো) — চিক্যার্ মুতো কোরিচ্চু ক্যা?
গ. থাক্যা (থেকে) — এটি থাক্যা তুর্ ছিমোনা।
ঘ. শাতে (সাথে) — রামেক্ শাতে নিয়্যা জা।
ঙ. কিন্তুক্ (কিন্তু) — তুই আশিশ্ কিন্তুক্।
চ. কেম্বা (কিংবা) — তুই কেম্বা দিন্ দিন্ চিকোন্ হয়্যা জা'চ্চু।
ছ. অতোচো (অথচ) — আপ্নে জানেন্, অতোচো মিত্ত্যা কোতা কো'চ্চ্যান্।
জ. জুদি (যদি) — জুদি আরেক্বার্ শুজুক্ পাই, বোদ্লা আমি নিবোই।
ঝ. পাচে (পাছে) — একুন্ শোবাই শুন্যা রাকেন্, পাচে উঁই মিত্ত্যা কোতা কয়।
ঞ. আচ্চা (আচ্ছা) — আচ্চা ঠেঁটা ছাওয়াল্ তো!
ট. রো (রে) — কি রো, কুন্টি গেচুলু? (নারী ভাষা)
ঠ. আরে (আহা রে) — আ রে আট্টু হোলেই লাগিচিলো?
ড. ইঃ (উঃ) — ইঃ! আট্টুকের্ জো'ন্নে লা'গ্লো না।
ঢ. তো — আমি তো কোচি জাবো না।
ণ. ওরে — ওরে চেংরা, আকাম্ কোর্যা এটি আশ্যা বোশা হচে?
ত. ধেত্তোরি (দুত্তোর) — ধেত্তোরি, থা'ক্তো তুর্ কাম্!
থ. ধেত্ (ধুৎ) — ধেত্, আমাক্ দিয়্যা ই কাম্ হোবি ন্যা।
দ. নারেবা (না বাবা) — নারে বা, আমি জাবো না।

ধ. ইরেব্‌বাশ্‌ (বাপ রে) — ইরেব্‌বাশ্‌! কতো বরো শাপ্‌।

ন. বাপ্‌রে — বাপ্‌রে, কানের্‌ গোর্‌ দিয়্যা বাঁচ্যা গেচি।

প. হায়রে — হায়রে! শারাদিন্‌ খাট্যা এই টুক্‌ কাম্‌ কোরিচু?

ফ. জুদি-তা'লে (যদি-তবে) — উঁই জুদি দেয়, তা'লে আমি দিবো।

ব. জিরোম্‌-শেরোম্‌ (যেমন-তেমন) — জিরোম্‌ জায়্যা, শেরোম্‌ ঠিক্‌ হচে।

৩.৯ অব্যয়জাত বিশেষণ ঃ

চলিত বাংলার মতো এখানেও অব্যয়জাত বিশেষণের ব্যবহার রয়েছে। যেমন —

ক. আচ্‌চা (আচ্ছা) — আচ্‌চা ঝামেলাত্‌ পোরা গেলো।

খ. কি — কি বিপোত্‌ ক দেকি?

গ. শঁশঁ (শনশন) — শঁশঁ হাওয়া বো'চ্‌চে।

ঘ. উপ্‌রি — জাঁওইয়ের্‌ উপ্‌রি কামাই আচে।

ঙ. শা'ক্‌ক্যাত্‌ (সাক্ষাৎ) — মিঁয়্যা তো না, শা'ক্‌ক্যাত্‌ মা লোক্‌কি।

৩.১০ ক্রিয়াপদ ঃ

ক্রিয়াপদের মূল অংশ, যা অবিভাজ্য তাই হল ধাতু। ধাতুর সঙ্গে বিভক্তিবাচক বিকরণ যোগ করে নিষ্পন্ন হয় সমাপিকা ও অসমাপিকা ক্রিয়াপদ। এই উপভাষায় মান্য চলিত বাংলার মতোই ক্রিয়ার প্রয়োগ দেখা যায়। এখানে উপভাষায় ব্যবহৃত ধাতুর বৈচিত্র্য এবং ক্রিয়াপদের গঠনগত দিক নিয়ে আলোচনা করা হল।

৩.১০.১ অসমাপিকা ক্রিয়া ঃ

চলিত বাংলার মতো এই উপভাষাতেও অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যাপক ব্যবহার দেখা যায়। এখানে অসমাপিকা ক্রিয়া গঠিত হয় -অ্যা, -য়্যা, -তে, -লে প্রভৃতি প্রত্যয় বা বিভক্তিবাচক বিকরণ যোগ করে। ক্ষেত্রসমীক্ষায় দেখা গেছে যে, এখানে অসমাপিকা ক্রিয়ার রূপে অর্ধ-অপিনিহিতির রূপটি বেশি ব্যবহৃত হয়। যেমন —

কর্‌	+	অ্যা (< ইয়া)	=	কোর্‌যা (করে)
ডাক্‌	+	অ্যা (< ইয়া)	=	ডাক্যা (ডেকে)
চল্‌	+	অ্যা (< ইয়া)	=	চোল্যা (চলে)
টান্‌	+	অ্যা (< ইয়া)	=	টান্যা (টেনে)
খা	+	য়্যা (< ইয়া)	=	খায়্যা (খেয়ে)

জা (যা)	+	য়্যা (< ইয়া)	=	জায়্যা (যেয়ে)
হ	+	য়্যা (< ইয়া)	=	হয়্যা (হয়ে)
আ'শ্ (আস্)	+	তে (< ইতে)	=	আ'শ্তে (আসতে)
খে'ল্ (খেল্)	+	তে (< ইতে)	=	খে'ল্তে (খেলতে)
শু'ন্ (শুন্)	+	লে (< ইলে)	=	শু'ন্লে (শুনলে)
চো'ল্ (চল্)	+	লে (< ইলে)	=	চো'ল্লে (চললে)

বাক্যে প্রয়োগ —

ক. কাম্ডা কোর্য়া তার্পর্ তুই জাবু। (কাজটা করে তারপর তুই যাবি।)

খ. অক্ খায়্যা চোরাত্ জাতে কো'শ্। (ওকে খেয়ে মাঠে যেতে বলিস।)

গ. বল্ খে'ল্তে আমার্ পা ভাংগিচে। (বল খেলতে আমার পা ভেঙেছে।)

ঘ. তুই শু'ন্লে আমি কবো। (তুই শুনলে আমি বলব।)

৩.১০.২ যৌগিক ক্রিয়া ঃ

অসমাপিকা ক্রিয়ার সঙ্গে অন্য ধাতুনিষ্পন্ন সমাপিকা ক্রিয়া যুক্ত হয়ে যৌগিক ক্রিয়া গঠিত হয়। এই উপভাষায় যৌগিক ক্রিয়ার প্রয়োগও যথেষ্ট দেখা যায়। চলিত বাংলার মতো এখানে যৌগিক ক্রিয়াটি দুইপদী, তিনপদী, চারপদী এমনকি পাঁচপদী ক্রিয়াবাক্যাংশ নিয়ে গঠিত হতে দেখা যায়। যেমন —

ক. দুইপদী ক্রিয়াবাক্যাংশ —

অ. চোয়ে শপ্ ধান্ খায়্যা নিলো। (হাঁসে সব ধান খেয়ে নিল।)

আ. অক্ কোতে দে। (ওকে বলতে দে।)

ই. উঁই কা'ন্তে লা'গ্লো। (সে কাঁদতে লাগল।)

ঈ. তুই বোশ্যা পর্। (তুই বসে পড়।)

খ. তিনপদী ক্রিয়াবাক্যাংশ —

অ. গাচ্‌ডা কাট্যা নিয়্যা আয়। (গাছটা কেটে নিয়ে আয়।)

আ. নোতুন্‌ জামা পোর‍্যা শুয়্যা আচু ক্যা? (নতুন জামা পড়ে শুয়ে আছিস কেন?)

ই. ছাইকেল্‌ নিয়্যা চোল্যা গ্যাচে। (সাইকেল নিয়ে চলে গেছে।)

ঈ. ছাওয়াল্‌ডা হাঁট্যা চোল্যা বেরা'চ্‌চে। (ছেলেটা হেঁটে চলে বেড়াচ্ছে।)

গ. চারপদী ক্রিয়াবাক্যাংশ —

অ. চট্‌ কোর‍্যা খায়্যা নিয়্যা জা। (তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে যা।)

আ. গোরুডা ধোর‍্যা নিয়্যা চোল্যা আয়। (গোরুটা ধরে নিয়ে আয়।)

ই. বুরিড্যা খায়্যা নিয়্যা দিতে চাচিলো। (বুড়িটা খেয়ে নিয়ে দিতে চেয়েছিল।)

ঘ. পাঁচপদী ক্রিয়াবাক্যাংশ —

অ. টপ্‌ কোর‍্যা খায়্যা নিয়্যা চোল্যা জা। (শীঘ্র খেয়ে নিয়ে চলে যায়।)

আ. ইনু খায়্যা নিয়্যা জায়্যা শুয়্যা পর্‌। (রীণা খেয়ে যেয়ে শুয়ে পড়।)

ই. ফোকির্‌ড্যা খায়্যা নিয়্যা হাঁট্যা চোল্যা গ্যালো। (ফকিরটা খেয়ে হেঁটে চলে গেল।)

৩.১০.৩ সংযোগমূলক ক্রিয়া ঃ

বিশেষ্য, বিশেষণ বা ধ্বন্যাত্মক শব্দের সঙ্গে মৌলিক ধাতুনিষ্পন্ন ক্রিয়া যুক্ত হয়ে সংযোগমূলক ক্রিয়া গঠিত হয়। চলিত বাংলার মতো এখানেও সংযোগমূলক ক্রিয়ার প্রয়োগ পরিলক্ষিত হয়। যেমন —

ক. কামের্‌ ভয়ে কুন্‌টি ডুপ্‌ মা'র্‌লু রে। (কাজের ভয়ে কোথায় ডুব মারলি রে।)

খ. চেংরাডা জলেত্‌ লাপ্‌ দিচ্‌চে। (ছেলেটা জলে লাফ দিচ্ছে।)

গ. শোবার্‌ শাতে কামেত্‌ হাত্‌ লাগাও। (সকলের সাথে কাজে হাত লাগাও।)

ঘ. টেকার্‌ কোতা পুচ্‌ কোর‍্যা নে। (টাকার কথা জিজ্ঞাসা করে নে।)

ঙ. ভয়ে ছুঁরিড্যা থর্‌থর্‌ কোর‍্যা কাঁপিচ্‌চে। (ভয়ে মেয়েটা থরথর করে কাঁপছে।)

৩.১০.৪ অস্ত্যর্থক ক্রিয়া ঃ

এই উপভাষায় চলিত বাংলার মতোই অস্ত্যর্থক ক্রিয়ার প্রচলন রয়েছে। এখানে আচ্‌, থাক্‌, জা, হ, র প্রভৃতি ধাতুর সঙ্গে -ই, -এ, -পো, -বু, -চি, -চু, লো প্রভৃতি বদ্ধ রূপিম যুক্ত হয়ে

অস্ত্যর্থক ক্রিয়া গঠিত হয়। কীভাবে এই ক্রিয়ার রূপ গঠিত হয় তা নিচে দেখানো হল।

মুক্ত রূপিম/ বদ্ধ রূপিম	+	বদ্ধ রূপিম (ক্রিয়া বিভক্তি)	=	অস্ত্যর্থক ক্রিয়া
আচ্ (আছ্)	+	- ই	=	আচি (আছি)
থা'ক্	+	- পো	=	থা'ক্‌পো (থাকব)
জা (যা)	+	- বু	=	জাবু (যাবি)
জা (যা) ~ গে	+	- চি	=	জাচি/গেচি (গিয়েছি)
হ	+	- চু	=	হোচু (হয়েছিস)
র (রহ্)	+	- লু	=	রোলু (রইলি)
আচ্ (আছ্) ~ চি	+	- লো	=	আচিলো (ছিল)

বাক্যে প্রয়োগ —

ক. তুরা জা, আমি আচি। (তোরা যা, আমি আছি।)

খ. শ্যাকুন্ উঁই বারিত্ আচিলো। (তখন সে বাড়িতে ছিল।)

গ. আর্ অল্‌পো ইট্টু আমি থা'ক্‌পো। (আর অল্প একটু আমি থাকব।)

ঘ. তুই কি কানা হোচু? (তুই কি কানা হয়েছিস?)

ঙ. খারায় রোলু ক্যা? (দাঁড়িয়ে রইলি কেন?)

চ. জরেত্ জরেত্ মোর‍্যা গেচি। (জ্বরে জ্বরে মরে গিয়েছি।)

৩.১০.৫ নাস্ত্যর্থক ক্রিয়া ঃ

এই উপভাষায় ক্রিয়ার নঞর্থক ভাব প্রকাশের জন্য অস্তিত্ববাচক ক্রিয়ার পরে না, নি, ন্যা, নাই ইত্যাদি বসানো হয়। এখানে এই নঞর্থক বা নাস্ত্যর্থক ক্রিয়া দুই রকম ভাবে গঠিত হয়ে থাকে। যেমন —

ক.

অস্তিত্ববাচক ক্রিয়া	বদ্ধ রূপিম	+	বদ্ধ রূপিম	=	নাস্ত্যর্থক ক্রিয়া
থা'ক্‌পো	ন		- আ	=	থা'ক্‌পো না
আচিলো	ন		- আ	=	আচিলো না
খায়	ন		- ই	=	খায় নি
জায় (যায়)	ন		- ই	=	জায় নি

অস্তিত্ববাচক ক্রিয়া	বদ্ধ রূপিম	+	বদ্ধ রূপিম	=	নাস্ত্যর্থক ক্রিয়া
কোরিশ্	ন		- অ্যা	=	কোরিশ্ ন্যা
কো'শ্	ন		- অ্যা	=	কো'শ্ ন্যা

বাক্যে প্রয়োগ —

অ. আমি এটি থা'ক্‌পো না। (আমি এখানে থাকব না।)

আ. অর্ তকুন্ টেকা আচিলো না। (ওর তখন টাকা ছিল না।)

ই. ওরুন্ একুনো কামেত্ জায় নি। (অরুণ এখনও কাজে যায়নি।)

ঈ. মিঁয়্যাডা ভাত্ খায় নি। (মেয়েটা ভাত খায়নি।)

উ. কাকো কো'শ্ ন্যা। (কাউকে বলিস না।)

ঊ. মুন্‌দো কাম্ কোরিশ্ ন্যা। (মন্দ কাজ করিসনে।)

খ. এই উপভাষার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল — অস্তিত্ববাচক ক্রিয়া ছাড়াই কেবলমাত্র নঞর্থক 'ন'-এর বিভিন্ন রূপ বসিয়ে নঞর্থক ভাব প্রকাশ করা। নিচে এই প্রকার নঞর্থক ভাব প্রকাশ বাক্যে কীভাবে হয় তা দেখানো হল।

অ. অর্ নাইকো, দিবি কুন্‌টি থাক্যা। (ওর নেই, দিবে কোথায় থেকে।)

আ. হাঁরিত্ চা'ল্ নাইকো। (হাঁড়িতে চাল নেই।)

ই. আমার্ দুক্‌কের্ ওর্ নাই। (আমার দুঃখের শেষ নেই।)

ঈ. ওই বারিত্ নাই। (ও বাড়িতে নেই।)

এখানে অনেক সময় 'নাই' -এর পরে 'কো' যুক্ত হয়। সাধারণত এটি অধিক জোর দেবার জন্যই ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

৩.১০.৬ প্রযোজক ক্রিয়া ঃ

এই উপভাষাতেও প্রযোজক ক্রিয়ার ব্যবহার দেখা যায়। এখানে মূল ধাতুর সঙ্গে -আ, -ওয়া বদ্ধ রূপিম হিসেবে যুক্ত হয় এবং তার সাথে বিভিন্ন ক্রিয়াবিভক্তি যুক্ত হয়ে বিভিন্ন কালবাচক পূর্ণ প্রযোজক ক্রিয়াপদ গঠিত হয়। যেমন —

ধাতু	+	বদ্ধ রূপিম	+	ক্রিয়াবিভক্তি	=	প্রযোজক ক্রিয়া
কোর্ (< কর্)		- আ		- ব্যা	=	কোরাব্যা
দেক্ (< দেখ্)		- আ		- য়	=	দেকায়
শুন্ (< শোন্)		- আ		- চিলো	=	শুনাচিলো
খা		- ওয়া		- য়	=	খাওয়ায়
দে (< দি)		- ওয়া		- বু	=	দেওয়াবু

এখানে মূল ধাতু ব্যঞ্জনান্ত হলে বদ্ধ রূপিম -আ যুক্ত হয় এবং স্বরান্ত হলে -ওয়া যুক্ত হয়।

বাক্যে প্রয়োগ —

ক. মায় ছাওয়ালেক্ চান্ দেকায়। (মা ছেলেকে চাঁদ দেখায়।)

খ. তুমি জোমি চাশ্ কোরাব্যা নাকি? (তুমি জমি চাষ করাবে নাকি?)

গ. অক্ দিয়্যা টেকাডা ফিরোত্ দেওয়াবু। (ওকে দিয়ে টাকাটা ফেরত দেওয়াবি।)

ঘ. বেপার্ বারিত্ জাচাই খাওয়ায়। (ভোজ বাড়িতে যাচাই খাওয়ায়।)

ঙ. জাদুকর্ মেজিক্ দেকাচিলো। (যাদুকর ম্যাজিক দেখিয়েছিল।)

৩.১০.৭ নামধাতু ঃ

নামধাতুর ব্যাপক প্রয়োগ রয়েছে এই উপভাষায়। এখানে নামধাতু নানা ভাবে গঠিত হয়ে থাকে। যেমন —

ক. নামপদের সঙ্গে ক্রিয়াবিভক্তি যুক্ত হয়ে গঠিত নামধাতু —

নামপদ	+	ক্রিয়াবিভক্তি	=	নামধাতু
হাত্	+	আ	=	হাতা
ব্যাঁত্	+	আ	=	বেঁতা
জুঁতা	+	আ	=	জুঁতা
ভাব্ (ভাপ)	+	আ	=	ভাবা (ভাপ দেওয়া)
পাচ্/পিচ্	+	আ/অ্যা	=	পাচা/পিচ্যা

বাক্যে প্রয়োগ —

অ. চেংরাডাক্ আচ্চা মুতো বেঁতা। (ছেলেটাকে খুব করে বেতা।)

আ. দোরিড্যা আর্ ইট্টু পিচ্যা। (রশিটা আর একটু পিছিয়ে দে।)

ই. শালাক্ জুঁতা। (শালাকে জুতা পিটা কর।)

ঈ. জলের্ মো'দ্দে হাতা। (জলের মধ্যে খোঁজ কর।)

খ.	**বিশেষণ পদ**	+	**ক্রিয়াবিভক্তি**	=	**নামধাতু**
	পাকা	+	আলু	=	পাকালু (পাকালি)
	ঘোনা (< ঘনা)	+	আ'চ্চে	=	ঘোনা'চ্চে
	ধেয়্যা	+	চে/আ'চ্চে	=	ধেয়্যাচে/ধেয়্যা'চ্চে

বাক্যে প্রয়োগ —

অ. অ্যাক্ ঘোন্টা ধোর‍্যা ম্যাগ্ ঘোনা'চ্চে। (এক ঘন্টা ধরে মেঘ ঘনাচ্ছে।)

আ. পিঁপ্যাডা পাকালু। (পেঁপেটা পাকালি।)

ই. বোক্‌রিডা শোকাল্ থাক্যা ধেয়্যা'চ্চে। (ছাগলটা সকাল থেকে পাতলা পায়খানা করছে।)

গ.	**নামপদ**	+	**বদ্ধ রূপিম**	+	**ক্রিয়াবিভক্তি**	=	**নামধাতু**
	ভাব্	+	আ	+	ব্যা	=	ভাবাব্যা
	ব্যাঁত্	+	আ	+	ন্যা	=	বেঁতান্যা
	জুঁতা	+	আ	+	বো	=	জুঁতাবো
	হাত্	+	আ	+	চে	=	হাতাচে

বাক্যে প্রযোগ —

অ. তুমি ধান্ ভাবাব্যা না। (তুমি ধান ভাপ দিবে না।)

আ. তুক্ খালি বেঁতান্যা দোর্‌কার্। (তোকে শুধু বেতানো দরকার।)

ই. অক্ আশার্ শাতে শাতে জুঁতাবো। (আসার সঙ্গে সঙ্গে ওকে জুতো পেটা করব।)

ঘ.	**ধ্বন্যাত্মক অব্যয়**	+	**বদ্ধ রূপিম**	+	**ক্রিয়াবিভক্তি**	=	**নামধাতু**
	ফঁশ্‌ফঁশ্	+	আ	+	য়	=	ফঁশ্‌ফোঁশায়
	ধর্‌পর্	+	আ	+	'চচে (< চ্ছে)	=	ধর্‌পোরা'চ্চে

বাক্যে প্রয়োগ —

অ. শাপ্‌টা কি ফঁশ্‌ফোঁশায় রে! (সাপটা কি ফোঁসফোঁস করে রে!)

আ. ম্যাগের্ ডাকেত্ বুক্ ধর্‌পোরা'চ্চে। (মেঘের ডাকে বুক ধরফর করছে।)

৪. ক্রিয়ার কাল ঃ

চলিত বাংলার মতো এখানেও ক্রিয়ার কাল তিনটি। যথা — বর্তমান কাল, অতীত কাল ও ভবিষ্যৎ কাল। এছাড়া রয়েছে একটি অনুজ্ঞা ভাব। ক্রিয়ার নির্দেশক ভাবে তিনটি কাল হলেও

অনুজ্ঞা ভাবে কেবলমাত্র বর্তমান ও ভবিষ্যৎ কাল হয়। এখানে কাল ও পুরুষভেদে একবচন ও বহুবচনে একই ক্রিয়াবিভক্তি ব্যবহৃত হয়ে থাকে। এই উপভাষার সমস্ত ক্রিয়াবিভক্তির বিবরণ সারণির মাধ্যমে তুলে ধরা হল।

কাল ও পুরুষভেদে (উভয় বচনে) উপভাষায় ক্রিয়াবিভক্তি[৪]

কাল	উত্তম পুরুষ (আমি)	মধ্যম পরুষ			প্রথম পরুষ	
		তুচ্ছার্থে (তুই)	সাধারণ (তুমি)	সম্ভ্রমার্থে (আপ্‌নে)	সাধারণ (উঁই = সে)	সম্ভ্রমার্থে (উঁনি = তিনি)
বর্তমান						
সাধারণ	-ই	-'শ্, -ইশ্	-ও	-ন্, -এন্	-এ, -য়	-ন্, -এন্
ঘটমান	-'চ্চি, -ইচ্চি	-'চ্চু, -ইচ্চু	-'চ্চো, -ইচ্চো	-'চ্চ্যান্, -ইচ্চ্যান্	-'চ্চে, -ইচ্চে	-'চ্চেন্, -ইচ্চেন্
পুরাঘটিত	-চি, -ইচি	-চু, -ইচু	-'চো, -ইচো	-চ্যান্, -ইচ্যান্	-চে, -ইচে	-চেন্, -ইচেন্
অনুজ্ঞা		-০	-ও	-ন্, -এন্	-'ক্, -উক্	-ন্, -এন্
অতীত						
সাধারণ	-ল্যাম্	-লু, -'লু	-ল্যা	-ল্যান্	-লো, -'লো	-লেন্
ঘটমান	-'চ্চিল্যাম্, -ইচ্চিল্যাম্	-'চ্চিলু, -ইচ্চিলু	-'চ্চিল্যা, -ইচ্চিল্যা	-'চ্চিল্যান্, -ইচ্চিল্যান্	-'চ্চিলো, ইচ্চিলো	-'চ্চিলেন্, -ইচ্চিলেন্
পুরাঘটিত	-ইচিল্যাম্, -চিল্যাম্	-ইচিলু, -চিলু	-ইচিল্যা, -চিল্যা	-ইচিল্যান্, -চিল্যান্	-ইচিলো, -চিলো	-ইচিলেন্, -চিলেন্
নিত্যবৃত্ত	-ত্যাম্	-তু, -'তু	-ত্যা	-ত্যান্	-তো, -'তো	-তেন্
ভবিষ্যৎ						
সাধারণ	-বো	-বু	-ব্যা	-ব্যান্	-বি	-বেন্
পুরাঘটিত	-য়্যা থা'ক্‌পো	-য়্যা থা'ক্‌পু	-য়্যা থা'ক্‌প্যা	-য়্যা থা'ক্‌প্যান্	-য়্যা থা'ক্‌পে	-য়্যা থা'ক্‌পেন্
ঘটমান	-তে থা'ক্‌পো	-তে থা'ক্‌পু	-তে থা'ক্‌প্যা	-তে থা'ক্‌প্যান্	-তে থা'ক্‌পে	-তে থা'ক্‌পেন্
অনুজ্ঞা		-'শ্, -ইশ্, -বু	-'য়ো, -ও	-ব্যান্	-বে	-বেন্

এবার মুক্ত রূপিমের সঙ্গে বদ্ধ রূপিম যুক্ত হয়ে যে ক্রিয়াবাচক রূপিম গঠন করে, তা উদাহরণসহ দেখানো হল।

ক. √খা

বর্তমান কাল

কাল	উত্তম পুরুষ	মধ্যম পরুষ			প্রথম পরুষ	
		তুচ্ছার্থে	সাধারণ	সম্ভ্রমার্থে	সাধারণ	সম্ভ্রমার্থে
সাধারণ	খাই	খা'শ্	খাও	খান্	খায়	খান্
ঘটমান	খা'চ্চি	খা'চ্চু	খা'চ্চো	খা'চ্চ্যান্	খা'চ্চে	খা'চ্চেন্
পুরাঘটিত	খাচি	খাচু	খা'চো	খাচ্যান্	খাচে	খাচেন্
অনুজ্ঞা		খা	খাও	খান্	খা'ক্	খান্

অতীত কাল

কাল	উত্তম পুরুষ	মধ্যম পরুষ			প্রথম পরুষ	
		তুচ্ছার্থে	সাধারণ	সম্ভ্রমার্থে	সাধারণ	সম্ভ্রমার্থে
সাধারণ	খাল্যাম্	খা'লু	খাল্যা	খাল্যান্	খা'লো	খালেন্
ঘটমান	খা'চ্চিল্যাম্	খা'চ্চিলু	খা'চ্চিল্যা	খা'চ্চিল্যান্	খা'চ্চিলো	খা'চ্চিলেন
পুরাঘটিত	খাচিল্যাম্	খাচিলু	খাচিল্যা	খাচিল্যান্	খাচিলো	খাচিলেন্
নিত্যবৃত্ত	খাত্যাম্	খা'তু	খাত্যা	খাত্যান্	খা'তো	খাতেন্

ভবিষ্যৎ কাল

কাল	উত্তম পুরুষ	মধ্যম পরুষ			প্রথম পরুষ	
		তুচ্ছার্থে	সাধারণ	সম্ভ্রমার্থে	সাধারণ	সম্ভ্রমার্থে
সাধারণ	খাবো	খাবু	খাব্যা	খাব্যান্	খাবি	খাবেন্
পুরাঘটিত	খায়্যা থা'ক্পো	খায়্যা থা'ক্পু	খায়্যা থা'ক্প্যা	খায়্যা থা'ক্প্যান্	খায়্যা থা'ক্পে	খায়্যা থা'ক্পেন্
ঘটমান	খাতে থা'ক্পো	খাতে থা'ক্পু	খাতে থা'ক্প্যা	খাতে থা'ক্প্যান্	খাতে থা'ক্পে	খাতে থা'ক্পেন্
অনুজ্ঞা		খা'শ্, খাবু	খা'য়ো	খাব্যান্	খাবে	খাবেন্

খ. √কর্

বর্তমান কাল

কাল	উত্তম পুরুষ	মধ্যম পরুষ			প্রথম পরুষ	
		তুচ্ছার্থে	সাধারণ	সম্ভ্রমার্থে	সাধারণ	সম্ভ্রমার্থে
সাধারণ	কোরি	কোরিশ্	করো	করেন্	করে	করেন্
ঘটমান	কোরিচ্চি	কোরিচ্চু	কোরিচ্চো	কোরিচ্চ্যান্	কোরিচ্চে	কোরিচ্চেন্
পুরাঘটিত	কোরিচি	কোরিচু	কোরিচো	কোরিচ্যান্	কোরিচে	কোরিচেন্
অনুজ্ঞা		কর্	করো	করেন্	কোরুক্	করেন্

অতীত কাল

কাল	উত্তম পুরুষ	মধ্যম পরুষ			প্রথম পরুষ	
		তুচ্ছার্থে	সাধারণ	সম্ভ্রমার্থে	সাধারণ	সম্ভ্রমার্থে
সাধারণ	কো'র্ল্যাম্	কো'র্লু	কো'র্ল্যা	কো'র্ল্যান্	কো'র্লো	কো'র্লেন্
ঘটমান	কোরিচ্চিল্যাম	কোরিচ্চিলু	কোরিচ্চিল্যা	কোরিচ্চিল্যান্	কোরিচ্চিলো	কোরিচ্চিলেন্
পুরাঘটিত	কোরিচিল্যাম্	কোরিচিলু	কোরিচিল্যা	কোরিচিল্যান্	কোরিচিলো	কোরিচিলেন্
নিত্যবৃত্ত	কো'র্ত্যাম্	কো'র্তু	কো'র্ত্যা	কো'র্ত্যান্	কো'র্তো	কো'র্তেন্

ভবিষ্যৎ কাল

কাল	উত্তম পুরুষ	মধ্যম পরুষ			প্রথম পরুষ	
		তুচ্ছার্থে	সাধারণ	সম্ভ্রমার্থে	সাধারণ	সম্ভ্রমার্থে
সাধারণ	কো'র্বো	কো'র্বু	কো'র্ব্যা	কো'র্ব্যান্	কো'র্বি	কো'র্বেন্
পুরাঘটিত	কোর্য্যা থা'ক্পো	কোর্য্যা থা'ক্পু	কোর্য্যা থা'ক্প্যা	কোর্য্যা থা'ক্প্যান্	কোর্য্যা থা'ক্পে	কোর্য্যা থা'ক্পেন্
ঘটমান	কো'র্তে থা'ক্পো	কো'র্তে থা'ক্পু	কো'র্তে থা'ক্প্যা	কো'রতে থা'ক্প্যান্	কো'র্তে থা'ক্পে	কো'র্তে থা'ক্পেন্
অনুজ্ঞা		কোরিশ্, কো'র্বু	কো'রো	কো'র্ব্যান্	কো'র্বে	কো'র্বেন্

৫. কারক ঃ

এই উপভাষাতেও চলিত বাংলার মতো কারক ও সম্বন্ধপদের ব্যবহার রয়েছে। বিভিন্ন কারকে ও সম্বন্ধপদে যেসব কারকচিহ্ন (case-mark) ব্যবহৃত হয় তা নিচের সারণিতে দেখানো হল।

কারক	কারকচিহ্ন	
	একবচন	বহুবচন
কর্তৃকারক	-০, -ডা/-ড্যা, -ক্, -ত্, -র্, -এ্, -এক্	-রা, -এরা, -গুলা/-গুলান্
কর্মকারক	-০, -ক্, -এক্, -র্	-রে, -এরে, -এক্, -রেক্
করণ কারক	-০, -এ, -ত্, -র্, -এর্, দিয়্যা	-গুলা দিয়্যা, -এক্ দিয়্যা
অপাদান কারক	-০, -ত্, -এক্, -এত্, -এর্, থাক্যা, চায়্যা, দিয়্যা	-০, -ত্, -এক্, -এত্, -এর্, থাক্যা, চায়্যা, দিয়্যা
অধিকরণ কারক	-০, -এ, -এত্, -ত্, -টি, দিয়্যা, -মো'দ্দে, কোর‍্যা	-০, -এ, -এত্, -ত্, -টি, দিয়্যা, মো'দ্দে, কোর‍্যা
নিমিত্ত কারক	-ক্, -এক্, -এত্, জো'ন্নে	-এক্, জো'ন্নে
সম্বন্ধপদ	-র্, -এর্, -ক্যার্	-রে, -এরে

৫.১ কর্তৃকারক ঃ

কর্তৃকারকে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একবচনে 'শূন্য' বিভক্তি এবং বহুবচনে '-রা', '-এরা', '-গুলা' প্রভৃতি বিভক্তি ব্যবহৃত হয়। যেমন —

ক. নিশি (+O) কাম্খ্যান্ কোরিচে। (নিশি কাজখানা করেছে।)

খ. জা'ল্যারা (+রা) মাচ্ ধোরিচ্চে। (জেলেরা মাছ ধরছে।)

গ. বোয়েরা (+এরা) বারা বানিচ্চে। (বউরা ধান ভানচে।)

ঘ. চেংরাগুলা (+গুলা) গুলি খে'ল্বি। (ছেলেরা মার্বেল খেলবে।)

তবে মনুষ্য এবং মনুষ্যেতর প্রাণী, এমনকি বস্তুর ক্ষেত্রে –'ডা', '-ড্যা', '-গুলা' প্রভৃতি বিভক্তিও হয়। যেমন —

ক. গোরুডা (+ডা) পোয়াল্ খা'চ্চে। (গরুটা খড় খাচ্ছে।)

খ. বোক্রিড্যা (+ড্যা) শুয়্যা আচে। (ছাগলটা শুয়ে আছে।)

গ. আম্ডা (+ডা) মাটিত্ পোর‍্যা আচে। (আমটা মাটিতে পড়ে আছে।)

ঘ. শোব্রিগুলা (+গুলা) পাক্যা আচে। (পেয়ারাগুলো পেকে আছে।)

এগুলো ছাড়াও কর্তৃকারকে একবচনে '-ক্', '-ত্', '-র্', '-এ', '-এক্' প্রভৃতি বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন —

ক. আমাক্ (+ক্) হাটে জাতে হোবি। (আমাকে হাটে যেতে হবে।)

খ. গোরুত্ (+ত্) ধান্ খায়্যা নিচে। (গোরুতে ধান খেয়ে নিয়েছে।)

গ. আমার্ (+র্) দারাই কাম্ডা হোবি। (আমার দ্বারাই কাজটা হবে।)

ঘ. শাপে (+এ) কাটিচে। (সাপে কেটেছে।)

ঙ. রামেক্ (+এক্) দিয়্যাই কাম্ড়া হোবি। (রামকে দিয়েই কাজটা হবে।)

৫.২ কর্মকারক ঃ

এই উপভাষায় কর্মকারকে একবচনে 'শূন্য', '-ক্', '-এক্', '-র্' এবং বহুবচনে '-রে', '-এরে', '-এক্', '-রেক্' প্রভৃতি বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন —

ক. কুত্তা ভাত্ (+O) খা'চ্চে। (কুকুর ভাত খাচ্ছে।)

খ. তুই আমাক্ (+ক্) কোতে দে। (তুই আমাকে বলতে দে।)

গ. ভগোমানেক্ (+এক্) ডাক্। (ভগবানকে ডাক।)

ঘ. কালির্ (+র্) দর্শোনে পু'ন্নো হয়। (কালী দর্শনে পুণ্য হয়।)

ঙ. মামারে (+রে) দালান্ বারি আচে। (মামাদের দালান বাড়ি আছে।)

চ. আপ্নেরেক্ (+রেক্) আপোমান্ কোরি নি। (আপনাদেরকে অপমান করিনি।)

ছ. অরেক্ (+এক্) খবোর্ দে। (ওদেরকে খবর দে।)

জ. কমোলেরে (+এরে) গোরু ছুট্যা গাচে। (কমলদের গোরু ছুটে গেছে।)

৫.৩ করণ কারক ঃ

করণ কারকে এক বচনে 'শূন্য', '-এ', '-ত্', '-র্', '-এর্' প্রভৃতি বিভক্তি এবং 'দিয়্যা' অনুসর্গ ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বহুবচনে -'গুলা দিয়্যা', -'এক দিয়্যা' প্রভৃতির প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন—

ক. একুনি তাশ্ (+O) খেলা ধোরিচু। (এখনই তাস খেলা ধরেছিস।)

খ. কোদা'লে (+এ) হোবি ন্যা। (কোদালে হবে না।)

গ. চাকুত্ (+ত্) কাটিচে। (ছুরিতে কেটেছে।)

ঘ. ছানার্ (+র্) শন্দেশ্ খা'তে খুপ্ টেশ্। (ছানার সন্দেশ খেতে খুব টেস্ট।)

ঙ. কলের্ (+এর) জল্ খাওয়া ভালো।

চ. কাচি দিয়্যা কাট্যা দিবো। (কাস্তে দিয়ে কেটে দেব।)

ছ. হাঁশ্যাগুলা দিয়্যা ছাপ্ কর্। (হেসেগুলো দিয়ে পরিষ্কার কর।)

জ. অরেক্ (+এক্) দিয়্যা কাম্ হোবি ন্যা। (ওদেরকে দিয়ে কাজ হবে না।)

৫.৪ অপাদান কারক ঃ

অপাদান কারকে 'শূন্য', '-ত্', '-এক্', '-এর্' প্রভৃতি বিভক্তি এবং 'থাক্যা' (<থেকে), 'চায়্যা' (<চেয়ে), 'দিয়্যা' (<দিয়ে) প্রভৃতি অনুসর্গ কারকচিহ্ন হিসেবে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বচন ভেদে কারকচিহ্নের পরিবর্তন হয় না। যেমন —

ক. ইচ্কুল্ পালান্যা (+O) চেংরা পাশ্ কো'র্বি কি কোর্যা?
(স্কুল পালানো ছেলে পাস করবে কী করে?)

খ. নোদিত্ (+ত্) ভয় নাই। (নদীতে ভয় নেই।)

গ. তিলেত্ (+এত্) ত্যাল্ হয়। (তিলে তেল হয়।)

ঘ. ভুতেক্ (+এক্) ভয় কিশের্? (ভূতকে ভয় কিসের?)

ঙ. তুর্ মা'রের্ (+এর্) ভয় নাই? (তোর মারের ভয় নেই?)

চ. ম্যাগেত্ থাক্যা বিশ্টি হয়। (মেঘ থেকে বৃষ্টি হয়।)

ছ. কিশ্টোর্ চায়্যা বিশ্টো বরো। (কেষ্টর চেয়ে বিষ্টু বড়ো।)

জ. চোক্ দিয়্যা জল্ পো'র্তে লা'গ্লো। (চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগল।)

৫.৫ অধিকরণ কারক ঃ

অধিকরণ কারকে 'শূন্য', '-এ', '-এত্', '-ত্' '-টি' প্রভৃতি বিভক্তি এবং 'দিয়্যা' (<দিয়ে), 'কোর্যা' (<করে), ' মো'দ্দে' (<মধ্যে) প্রভৃতি অনুসর্গ ব্যবহৃত হয়। উভয় বচনেই একই প্রকার কারকচিহ্নের প্রয়োগ হতে দেখা যায়। যেমন —

ক. ই বচোর্ (+O) ফশোলের্ ফলোন্ কম্। (এ বছর ফসলের ফলন কম।)

খ. বিক্যালে (+এ) গোরু চোরাতে জা'শ্। (বিকালে গোরু চরাতে যাস।)

গ. উটানেত্ (+এত্) মো'শ্ন্যাগুলা রাক্। (উঠানে তিসিগুলো রাখ।)

ঘ. মাজ্যাত্ (+ত্) চাদোর্ পার্। (মেঝেতে চাদর পাত।)

ঙ. এটি (+টি) ন্যা, ওটি (+টি) চ। (এখানে নয়, ওখানে চল।)

চ. উঁই তকুন্ ঘরের্ মো'দ্দে আচিলো। (সে তখন ঘরের মধ্যে ছিল।)

ছ. বোয়েক্ মাতাত্ কোর্যা রাকিচে। (বৌকে মাথায় করে রেখেছে।)

জ. জোমিত্ দিয়্যা আয়। (জমিতে দিয়ে আয়।)

৫.৬ নিমিত্ত কারক ঃ

এই উপভাষায় নিমিত্ত কারকে একবচনে '-ক্', '-এক্', '-এত্' প্রভৃতি বিভক্তি এবং বহুবচনে '-এক্' বিভক্তি ব্যবহৃত হয়। তবে কখনো-কখনো উভয় বচনেই ' জো'ন্নে' (<জন্য) অনুসর্গের

প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন —

ক. ছাওয়াল্ দেপ্তাক্ (+ক্) শোঁপ্যা দিল্যাম্। (ছেলে দেবতাকে সঁপে দিলাম।)

খ. গোরিপেক্ (+এক্) দয়্যা করো বাবা। (গরিবকে দয়া কর বাবা।)

গ. অ্যাক্টা কাজেত্ (+এত্) বাইরে জা'চ্চি। (একটা কাজে বাইরে যাচ্ছি।)

ঘ. শকোলেক্ (+এক্) কতো কিচু দিল্যা? (সকলকে কত কিছু দিলে?)

ঙ. তুর্ জো'ন্নে বোইড্যা কিনিচি। (তোর জন্য বইটা কিনেছি।)

৫.৭ সম্বন্ধপদ ঃ

চলিত বাংলার মতোই এই উপভাষাতেও সম্বন্ধপদে একবচনে '-র্', '-এর্', '-ক্যার্' (<কার) এবং বহুবচনে '-রে', '-এরে' প্রভৃতি বিভক্তি ব্যবহৃত হয়। যেমন —

ক. আ'চ্ আম্রা হোরির্ (+র্) বারিত্ জাবো। (আজ আমরা হরির বাড়ি যাব।)

খ. দুদের্ (+এর্) শাদ্ ভুলার্ না। (দুধের স্বাদ ভোলার নয়।)

গ. কা'ল্ক্যার (+ক্যার্) অপোমান্ চিরোদিন্ মুনে থা'ক্পি। (কালকের অপমান চিরদিন মনে থাকবে।)

ঘ. গোরিপ্রে (+রে) পুজা দে'ক্তে আ'চ্চু? (গরিবদের পূজা দেখতে এসেছিস?)

ঙ. বরোলোকেরে (+এরে) বারি জা'তে ইচ্চ্যা করে না।
(বড়োলোকদের বাড়ি যেতে ইচ্ছে করে না।)

৬. সম্বোধন পদ ঃ

এই উপভাষায় সম্বোধন পদের বিচিত্র ব্যবহার দেখা যায়। তবে সম্বোধন পদের ভাবকে পরিস্ফুট করার জন্য বেশ কিছু অব্যয় জাতীয় পদ এদের পূর্বে বা পরে পৃথকভাবে ব্যবহৃত হয়। নিচে এগুলোর প্রয়োগ দেখানো হল।

ক. ও ঃ ও আমার্, শোনার্ চান্ পিত্ল্যা ঘুগু। (প্রবাদ)
(ও আমার, সোনার চাঁদ পিতলের ঘুঘু।)

খ. ওই ঃ ওই ছোঁরা, শুন্যা জা কো'চ্চি। (ওই ছেলে, শুনে যা বলছি।)

গ. ওগো ঃ ওগো, দয়্যা কোর্যা কয়্যা যাও। (ওগো, দয়া করে বলে যাও।)

ঘ. ওরে ঃ ওরে বাবারে, খায়্যা নিলো রে! (ওরে বাবারে, খেয়ে নিল রে!)

ঙ. আরে ঃ আরে বা, কাম্ডা কিরোম্ হো'লো? (ও বাবা, কাজটা কেমন হল?)

চ. ক্যা ঃ ক্যা বাবু, কেমুন্ আচেন্? (কি বাবু, কেমন আছেন?)

ছ. গো ঃ মা গো, মোল্যাম্ গো। (মা গো, মলেম গো।)

জ. রে ঃ এই চেংরা, দাঁরা তো রে। (এই ছেলে, দাঁড়া তো রে।)

ঝ. না ঃ না বা, আমি জাবো না। (না বাবা, আমি যাব না।)

ঞ. হে ঃ জাও হে, লাট্ শায়েবের্ বাচ্চা! (যাও হে, লাট সাহেবের বেটা!)

ট. লো ঃ গায়েত্ পোর‍্যা ঝোগ্‌রা কোরিশ্ ন্যা লো। (নারী ভাষা)
(গায়ে পড়ে ঝগড়া করিসনে লো।)

ঠ. রো ঃ না রো, একুন্ বেরাতে জাবো না। (নারী ভাষা)
(না লো, এখন বেড়াতে যাব না।)

ড. রি ঃ অতো হাঁশিচ্চু ক্যা রি? (নারী ভাষা)
(অত হাসছিস কেন রে?)

ঢ. মোনা ঃ মোনা, এটি আয় তো ইট্টু। (মনা, এখানে একটু আয় তো।)

ণ. বুরি ঃ বুরি, অ্যাক্ ঘোটি জল্ আন্‌তো মা। (বুড়ি, এক ঘটি জল নিয়ে আয় তো মা।)

ত. হ্যাঁরে ঃ হ্যাঁরে, তুই বলে মামার্ বারিত্ গেচিলু? (হ্যাঁরে, তুই বলে মামার বাড়ি গিয়েছিলি?)

থ. বা ঃ না বা, জাবো না। (না বাবা, যাব না।)

সম্বোধন পদ সাধারণভাবে বিভক্তিহীন হয়। কিন্তু এই উপভাষায় বহুবচনে কখনো-কখনো '-রা' বিভক্তি ব্যবহৃত হয়। আবার একবচনেও কদাচিৎ বিভক্তির প্রয়োগ দেখা যায়। যেমন —

ক. বাবুরা, শোবাই খায়্যা ন্যান্। (বাবু, সবাই খেয়ে নেন।)

খ. এই মিঁয়্যারা, কুন্‌টি জা'চ্চু রে। (এই মেয়েরা, কোথায় যাচ্ছিস রে।)

গ. ওই চেংরাডা, শুন্যা জা তো। (ওই ছেলেটা, শুনে যা তো।)

৭. উপসর্গ ঃ

চলিত বাংলার মতোই এই উপভাষাতেও উপসর্গ যোগে রূপিম গঠিত হয়। এখানে তিন ধরনের উপসর্গ যোগে রূপিম গঠিত হতে দেখা যায়।

৭.১ তৎসম উপসর্গ যোগে ঃ

তৎসম বা সংস্কৃত থেকে আগত উপসর্গগুলো এই উপভাষার নিজস্ব উচ্চারণবৈশিষ্ট্যে উচ্চারিত হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই 'অ' -এর বিকৃত উচ্চারণ লক্ষ করা যায়। যেমন —

ক. ওতি (<অতি) — ওতিরুক্‌তো (অতিরিক্ত), ও'ত্যাচার্ (অত্যাচার)।

খ. ওদি (<অধি) — ওদিক্যার্ (অধিকার), ওদিবাশ্ (অধিবাস)।

গ. উনু (<অনু) — উনুমান্ (অনুমান), উনুবাদ্ (অনুবাদ)।

ঘ. অপো (<অপ) — অপোমান্ (অপমান), অপোবাদ্ (অপবাদ)।

ঙ. উপো (<উপ) — উপোকার্ (উপকার), উপোপোধান্ (উপপ্রধান)।

চ. শম্ (<সম) — শম্পোর্কো (সম্পর্ক), শম্মুক্ (সম্মুখ)।

ছ. বি — বিরুদ্দো (বিরুদ্ধ), বিচ্যার্ (বিচার), বিবাদ্।

জ. নি — নিচ্চয় (নিশ্চয়), নিমোদ্দা (নির্মদ)।

ঝ. পোরি (<পরি) — পোরিচয় (পরিচয়), পোরিক্ক্যা (পরীক্ষা)।

ঞ. পো (<প্র) — পোচার্ (প্রচার), পোকাশ্ (প্রকাশ), পোনাম, (প্রণাম)।

ট. শু (<সু) — শুজুক্ (সুযোগ), শুখবোর্ (সুখবর)।

ঠ. পোরা (<পরা) — পোরামর্শো (পরামর্শ), পোরাজয় (পরাজয়)।

৭.২ বাংলা উপসর্গ যোগে ঃ

বাংলা উপসর্গগুলো এই উপভাষায় চলিত বাংলার মতোই বৈপরীত্য, নঞর্থক ভাব, অভাব, আধিক্য, বৃহৎ, সংখ্যা, নিন্দা, পূর্ণ প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ করে। যেমন —

ক. অ — অশুবিদ্যা (অসুবিধা), অব্যালা (অবেলা), অচিনা (অচেনা)।

খ. আ — আকাম্ (অকাজ), আশিদ্দো (অসেদ্ধ), আকাল্।

গ. হা — হাহুতাশ্, হাবাত্যা (হাভাতে)।

ঘ. ভর্ — ভর্শো'ন্দ্যা (ভরসন্ধ্যা), ভর্প্যাট্ (ভরপেট)।

ঙ. কু — কুকাম্, কুনজোর্, কুকোতা (কুকথা)।

চ. ত্যা (<তে) — ত্যামাতা (তেমাথা), ত্যাপোর্ (ত্রিপ্রহর)।

ছ. ভোরা (<ভরা)— ভোরানোদি (ভরানদী), ভোরাশোংশার্ (ভরাসংসার), ভোরাগাং (ভরাগাঙ)

জ. ব্যা (<বি) — ব্যামুক্ (বিমুখ), ব্যাজোর্ (বিজোড়)।

ঝ. বি — বিদ্যাশ্ (বিদেশ), বিক্যাল্ (বিকাল), বিভুঁই।

ঞ. রাম্/আম্ — রাম্দা, রাম্ছাগোল্, রাম্ধোলাই, আম্টেংরা।

ট. নি — নিখোঁচ্ (নিখোঁজ), নিলাজ্ (লজ্জাহীন), নিখাদ্রি (অখেকো)।

৭.৩ বিদেশি উপসর্গ যোগে ঃ

চলিত বাংলার মতো এই উপভাষাতেও বিদেশি উপসর্গের ব্যবহার যথেষ্ট। এখানে ফারসি ও ইংরেজি শব্দ বা শব্দাংশ উপসর্গ রূপে ব্যবহৃত হয়।

৭.৩.১ ফারসি উপসর্গ যোগে ঃ

এই উপসর্গগুলো নয়, খারাপ, নিন্দা, সমস্ত প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ করে। যেমন —

ক. ব্যা (<বে) — ব্যাদকোল্ (বেদখল), ব্যাহুঁশ্ (বেহুঁশ), ব্যাকায়দা (বেকায়দা)।

খ. বদ্ — বদ্মা'শ্ (বদমাইশ), বদ্নাম্, বোজ্জাত্ (বদজাত)।

গ. না — নাবাল্লোক্ (নাবালক), নাকাল্, নাজান্ (অজানা)।

ঘ. হর্ — হর্দোম্ (হরদম), হরেক্।

ঙ. বাজে — বাজেলোক্, বাজেকোতা (বাজেকথা),
বাজেশোবাব্ (বাজেস্বভাব)।

৭.৩.২ ইংরেজি উপসর্গ যোগে ঃ

এই উপসর্গগুলো প্রধান, অর্ধ, সম্পূর্ণ, ছোটো প্রভৃতি অর্থ প্রকাশ করে। যেমন —

ক. হেড্ — হেড্মাশ্টার্, হেড্ অপিশ্, হেড্মিচ্তিরি (মিস্ত্রি)।

খ. হাপ্ (<হাফ) — হাপ্প্যান্ (হাফপ্যান্ট), হাপ্শার্ট্ (হাফশার্ট),
হাপ্টাইম্ (হাফটাইম), হাপ্ইচ্কুল্ (হাফস্কুল)।

গ. ফুল্ — ফুল্প্যান্ (ফুলপ্যান্ট), ফুল্শার্ট্ (ফুলশার্ট), ফুল্হাতা।

৮. অনুসর্গ ঃ

অনুসর্গের ব্যবহার এই উপভাষায় যথেষ্ট রয়েছে। ক্ষেত্রসমীক্ষায় দেখা গেছে নাম - অনুসর্গ (শব্দজাত) ও ক্রিয়া -অনুসর্গ (ক্রিয়াজাত) — উভয় প্রকার অনুসর্গেরই প্রচলন এখানে বর্তমান। এগুলো ব্যতীত, সাহচর্য, দিক, কারণ, হেতু, সম্মুখ, অভিমুখ, নিমিত্ত, অভ্যন্তর প্রভৃতি অর্থ বোঝাতে ব্যবহৃত হয়। তবে এগুলোর উচ্চারণ উপভাষার নিজস্ব ভঙ্গিতে হয়ে থাকে।

৮.১ নাম-অনুসর্গ ঃ

নাম-অনুসর্গ বা শব্দজাত অনুসর্গের মধ্যে আবার তৎসম, তদ্ভব ও বিদেশি — তিন প্রকার অনুসর্গই এখানে বিদ্যমান। যেমন —

৮.১.১ তৎসম অনুসর্গ ঃ

ক. জো'ন্নে (<জন্য) — তুর্ জো'ন্নে বোশ্যা আচি। (তোর জন্য বসে আছি।)

খ. দারা (<দ্বারা) — শ্যামের্ দারা উ কাম্ হোবি ন্যা।
(শ্যামের দ্বারা ঐ কাজ হবে না।)

গ. দিক্ (<দিকে) — ম্যাগের্ দিক্ তাকায় দ্যাক্। (মেঘের দিকে তাকিয়ে দেখ।)

ঘ. মো'দ্দে (<মধ্য) — ঘরের্ মো'দ্দে খেলিশ্ ন্যা। (ঘরের মধ্যে খেলিসনে।)

ঙ. পর্ — দিনের্ পর্ দিন্ কামে আশিশ্ ন্যা ক্যা?
(দিনের পর দিন কাজে আসিসনে কেন?)

৮.১.২ তদ্ভব অনুসর্গ ঃ

ক. কাচে (<কাছে) — আমার্ কাচে টেকা চায়্যা লাব্ নাই।
(আমার নিকটে টাকা চেয়ে লাভ নেই।)

খ. আগে — আমার্ চোকের্ আগে খারা হয়্যা থাক্।
(আমার চোখের সামনে দাঁড় হয়ে থাক।)

গ. পাচে (<পাছে) — পা'ল্ল্যার্ পাচেই আচে দ্যাক্।
(পাতিলের পেছনেই আছে দেখ।)

ঘ. ভিতোর্ (<ভিতর) — হাঁরির্ ভিতোর্ থুচিল্যাম্ জে।
(হাঁড়ির ভিতরে রেখেছিলাম যে।)

ঙ. শাতে (<সাথে) — অর্ শাতে তুর্ শাত্ কি রে?
(ওর সঙ্গে তোর সাথ কি রে?)

চ. হাতে — শাপের্ হাতেই তুর্ মরোন্ আচে।
(সাপের দ্বারাই তোর মরণ আছে।)

৮.১.৩ বিদেশি অনুসর্গ ঃ

ক. দোরুন্ (<দরুন) — দেনার্ দোরুন্ জোমিড্যা বে'চ্তে হো'লো।
(দেনার জন্য জমিটা বেচতে হল।)

খ. বোরাবর্ (<বরাবর) — আ'ল্ বোরাবর্ চোল্যা জা।
(আল বরাবর চলে যা।)

গ. বদোলে (<বদলে) — কামের্ বদোলে টেকা পাবু।
(কাজের বদলে টাকা পাবি।)

ঘ. বাদে — অক্ বাদে কাক্ ডাক্ দিবো?
(ওকে ছাড়া কাকে ডাক দিব?)

৮.২ ক্রিয়া-অনুসর্গ ঃ

ক.	কোর‍্যা (<করে)	—	গারিত্ কোর‍্যা বারিত্ জা। (গাড়ি করে বাড়ি যা।)
খ.	চায়্যা (<চেয়ে)	—	পত্ চায়্যা বোশ্যা আচি।(পথ চেয়ে বসে আছি।)
গ.	দিয়্যা (<দিয়ে)	—	হাত্ দিয়্যা ঠেল্যা ধর্। (হাত দিয়ে ঠেলে ধর।)
ঘ.	লাগ্যা (<লেগে)	—	তুর্ লাগ্যা জামাডা কিনিচি। (তোর জন্য জামাটা কিনেছি।)
ঙ.	থাক্যা (<থেকে)	—	বারিত্ থাক্যা চোল্যা জা। (বাড়ি থেকে চলে যা।)
চ.	ভোর‍্যা (<ভরে)	—	খোরা ভোর‍্যা মুরি নিয়্যায়। (বাটি ভরে মুড়ি নিয়ে আয়।)
ছ.	বোল্যা (<বলে)	—	কামের্ কোতা বোল্যা রাকিচি। (কাজের কথা বলে রেখেছি।)
জ.	ধোর‍্যা (<ধরে)	—	শারা রা'ত্ ধোর‍্যা বিশ্‌টি হচে। (সমস্ত রাত ধরে বৃষ্টি হয়েছে।)
ঝ.	হয়্যা (<হয়ে)	—	ছ্যালো হয়্যা বারিত্ জা'শ্। (শ্যালো হয়ে বাড়িতে যাস।)

৮.৩ এই সমস্ত অনুসর্গ ছাড়াও আরও কয়েকটি বিশিষ্ট অনুসর্গের ব্যবহার এই উপভাষায় দেখা যায়। যেমন —

ক.	টি	—	তুর্‌টি টেকা আচে? (তোর কাছে টাকা আছে?)
খ.	কামেত্	—	কুন্ কামেত্ এটি আচু? (কি জন্য এখানে আছিস?)
গ.	তোরেত্	—	বাচুর্‌ডা কুন্ তোরেত্ গ্যাচে রে? (বাছুরটা কোন দিকে গেছে রে?)

উপরের উদাহরণগুলো বিশেষভাবে লক্ষ করলে বোঝা যায় যে, অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অনুসর্গগুলো যে পদের বিভক্তির কাজ করছে, সেই পদটি বিভক্তি যুক্ত অর্থাৎ বিভক্তিযুক্ত পদের সঙ্গেই অনুসর্গ যুক্ত হয়েছে (গারিত্ কোর‍্যা, ম্যাগের্ দিক্, দিনের্ পর্ প্রভৃতি)। আবার অনেক ক্ষেত্রে বিভক্তিহীন পদের সঙ্গেও অনুসর্গ যুক্ত হয়েছে (পত্ চায়্যা, খোরা ভোর‍্যা, ছ্যালো হয়্যা প্রভৃতি)।

এছাড়াও তদ্ভব অনুসর্গের শেষে অনেক সময় অনাবশ্যক একটা 'ত্' ধ্বনি যুক্ত হতে দেখা যায়। যেমন — আমার্ কাচেত্, চোকের্ আগেত্, পা'ল্ল্যার্ পাচেত্, হাঁরির্ ভিতোরেত্, অর্ শাতেত্, শাপের্ হাতেত্ প্রভৃতি। এই বিশেষ বৈশিষ্ট্য চলিত বাংলায় দেখা যায় না।

৯. লিঙ্গ ঃ

চলিত বাংলার মতোই এই উপভাষায় লিঙ্গ অর্থ নির্ভর। পুংলিঙ্গ, স্ত্রীলিঙ্গ, উভয়লিঙ্গ — তিন প্রকার লিঙ্গেরই ব্যবহার রয়েছে এখানে। এছাড়া মান্য বাংলার মতোই ক্লীবলিঙ্গের ব্যবহারও এখানে বিদ্যমান। এই উপভাষায় লিঙ্গভেদে বিশেষ্যের রূপভেদ হয়। তবে সর্বনাম ও বিশেষণের লিঙ্গভেদে কোনো রূপভেদ দেখা যায় না। ক্রিয়ার রূপ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রেও লিঙ্গের কোনো প্রকার ভূমিকা এখানে পরিলক্ষিত হয় না।

৯.১ পুংলিঙ্গ ঃ

বিশেষ্যমূলক রূপিমের সঙ্গে পুরুষবাচক প্রত্যয় বা শব্দ যোগ করে এখানে পুংলিঙ্গের রূপ গঠিত হয়। এক্ষেত্রে পুরুষবাচক প্রত্যয় হিসেবে '-আ'/'-অ্যা'-এর ব্যবহার সবচেয়ে বেশি। এছাড়াও পুরুষবাচক শব্দ হিসেবে 'জাঁওই' যোগ করেও পুংলিঙ্গের রূপ গঠিত হতে দেখা যায়। যেমন —

ক. '-আ' প্রত্যয় যোগে ঃ

বেটা (পুত্র), চেংরা (ছেলে), ছোঁরা (বালক), হাঁশা (পুরুষ হাঁস), বাবা, কাকা, জেটা (জ্যাঠা), মামা, দাদা, মুর্‌গা (মোরগ), পাঁটা (পাঁঠা) ইত্যাদি।

খ. '-অ্যা' প্রত্যয় যোগে ঃ

ভা'গ্‌ন্যা (ভাগনে), ভা'চ্‌ত্যা (ভাইপো), পিশ্যা (পিসে), মাশ্যা (মেসো), আঁর‍্যা (এঁড়ে), জা'ল্যা (জেলে), না'প্‌ত্যা (নাপিত) ইত্যাদি।

গ. পুরুষবাচক শব্দ যোগে ঃ

নাতি + জাঁওই = নাতিজাঁওই (নাতিজামাই)
ভাচ্‌তি + জাঁওই = ভাচ্‌তিজাঁওই (ভাতিজি জামাই)
ভাগ্‌নি + জাঁওই = ভাগ্‌নিজাঁওই (ভাগনি জামাই)
বেটা + ছাওয়াল্‌ = বেটাছাওয়াল্‌ (পুরুষ সন্তান)
আঁর‍্যা + বাচুর্‌ = আঁর‍্যাবাচুর্‌ (এঁড়ে বাছুর)
মোদ্‌দা + বাচ্‌চা = মোদ্‌দাবাচ্‌চা (মর্দ বাচ্চা)

৯.২ স্ত্রীলিঙ্গ ঃ

বিশেষ্যমূলক রূপিমের সঙ্গে স্ত্রীবাচক প্রত্যয় বা শব্দ যোগ করে এই উপভাষায় স্ত্রীলিঙ্গের রূপ গঠিত হয়। এছাড়া ভিন্ন শব্দের দ্বারাও স্ত্রীলিঙ্গের রূপ গঠিত হতে দেখা যায়। যেমন —

ক. '-ই' প্রত্যয় যোগে ঃ

বিটি (কন্যা), চেংরি (মেয়ে), ছুঁরি (বালিকা), কাকি, মামি, পাঁটি (পাঁঠি), বোদি (বৌদি), বোক্‌রি, শোউরি (শাশুড়ি), দিদি ইত্যাদি।

খ. '-নি' প্রত্যয় যোগে ঃ

জাল্যানি (জেলেনি), না'প্‌ত্যানি (নাপিতানি), গোয়াল্‌নি (গোয়ালিনি), কামার্‌নি, চাঁরাল্‌নি (চাঁড়ালনি), দাক্‌তার্‌নি (ডাক্তার্‌নি), শাঁতাল্‌নি (সাঁওতালনি), নাত্‌নি ইত্যাদি।

গ. '-অ্যান্' প্রত্যয় যোগে ঃ

বিয়্যান্, বো'ন্‌দ্যান্ (বন্ধুর স্ত্রী), ঠা'ক্‌র্যান্ (ঠাকুরানি) ইত্যাদি।

ঘ. '-অ্যানি' প্রত্যয় যোগে ঃ

শাদ্যানি (সাধুনি), শিব্যানি (শিবানী), হাঁর‍্যানি (বাদ্যকরের স্ত্রী), চা'ক্‌র্যানি (চাকরানি) ইত্যাদি।

ঙ. স্ত্রীবাচক শব্দ যোগে ঃ

ভাই + বো = ভাইবো (ভাইবউ)

ভা'চ্‌ত্যা + বো = ভা'চ্‌ত্যাবো (ভাইপোবউ)

নাতি + বো = না'ত্‌বো (নাতবউ)

বিটি + ছাওয়াল্ = বিটিছাওয়াল্ (মেয়েসন্তান)

বকোন্ + বাচুর্ = বকোন্‌বাচুর্ (বকনাবছুর)

মাদি + কুত্‌তা = মাদিকুত্‌তা (কুকুরি)

মিঁয়্যা + মানুশ্ = মিঁয়্যামানুশ্ (মেয়েমানুষ)

চ. ভিন্ন শব্দের দ্বারা ঃ

ভাতার্ - মা'গ্, বেটা - বো, জাঁওই - বিটি, তাওই - মাওই, আঁর‍্যা - বকোন্, মিন্শ্যা - মাগি, মরোদ্ - মাগি, বাবা - মা, ছাওয়াল্ - মিঁয়্যা, দাদু - কোত্তা ইত্যাদি।

'কোত্তা' (< কর্তা) শব্দটি চলিত বাংলায় পুংলিঙ্গবাচক, যার স্ত্রীলিঙ্গ হল 'গিন্নি' (<গৃহিনী)। আশ্চর্যের বিষয় এই উপভাষায় 'কোত্তা' শব্দটির দ্বারা স্ত্রীবাচক 'ঠাকুরমা'কে বোঝানো হয়। এখানে ' কোত্তা' ও 'গিন্নি' শব্দ দুটি সমার্থক, দুটির দ্বারাই বাড়ির মহিলা প্রধানকে বোঝানো হয়ে থাকে।

৯.৩ উভয়লিঙ্গ ঃ

এই উপভাষায় উভয়লিঙ্গের ব্যবহার কিছুটা সীমিত। যে সমস্ত ক্ষেত্রে এই লিঙ্গের ব্যবহার দেখা যায়, তা হল —

ছাওয়াল্ (সন্তান), মানুশ্, বাচুর্ (বাছুর), কুটুম্, রুগি, বোক্রি (ছাগল), হাঁশ্ (হাঁস), চোই (হাঁস), গোরু, বাচ্চা ইত্যাদি।

৯.৪ ক্লীবলিঙ্গ ঃ

এই উপভাষায় ক্লীবলিঙ্গের ব্যবহার মান্য চলিতের অনুরূপ। প্রচলিত ব্যাকরণের ধারা অনুসরণ করে বস্তুবাচক ও ভাববাচক শব্দকে এখানে ক্লীবলিঙ্গ ধরা হয়। যেমন —

বোই (বই), কলোম্ (কলম), খাতা, টুল্ (চৌপায়া), চোকি (চৌকি), টেবিল্, চিয়্যার্ (চেয়ার), ফিঁর‍্যা (পিঁড়ি), জল্, গাচ্ (গাছ), নোকা (নৌকা), জামা, কাপুর্ (কাপড়) ইত্যাদি।

৯.৫ বিশেষ্যমূলক রূপিমের লিঙ্গ পরিবর্তন ঃ

৯.৫.১ পুংলিঙ্গ থেকে স্ত্রীলিঙ্গে পরিবর্তন ঃ

ক. অন্ত্য প্রত্যয় যোগে ঃ

মুক্ত রূপিম (পুং)	+	**অন্ত্য প্রত্যয়**	=	**লিঙ্গান্তর (স্ত্রী)**
বেটা		/-ই/		বিটি (কন্যা)
মামা				মামি
পাঁটা				পাঁটি (পাঁঠি)

মুক্ত রূপিম (পুং)	+	অন্ত্য প্রত্যয়	=	লিঙ্গান্তর (স্ত্রী)
চেংরা		/-ই/		চেংরি (মেয়ে)
কাকা				কাকি
গোয়াল্		/-নি/		গোয়াল্নি
জা'ল্যা				জাল্যানি (জেলেনি)
না'প্ত্যা				না'প্ত্যানি (নাপিতানি)
কামার্				কামার্নি
নাতি				নাত্নি
বিয়্যাই		/-অ্যান্/		বিয়্যান্ (বিহান)
বোন্দু				বো'ন্দ্যান্ (বন্ধুর স্ত্রী)
ঠাকুর্				ঠা'ক্র্যান্ (ঠাকুরানি)
শাদু		/-অ্যানি/		শাদ্যানি (সাধুনি)
শিব্				শিব্যানি (শিবানী)
হাঁরি				হাঁর্যানি (বাদ্যকরের স্ত্রী)
চাকোর্				চা'ক্র্যানি (চাকরানি)
নাতি		/-ইন্/		নাতিন্ (নাতনি)

খ. মুক্ত রূপিম যোগে ঃ

এখানে মুক্ত রূপিমগুলো মূল রূপিমের পূর্বে বা অন্তে যোগ হয়।

মূল রূপিম (পুং)	+	মুক্ত রূপিম	=	লিঙ্গান্তর (স্ত্রী)
ভাই		/- বো/		ভাইবো (ভাইবউ)
নাতি				নাতিবো
ভা'চ্ত্যা				ভা'চ্ত্যাবো

মুক্ত রূপিম (স্ত্রী)	+	মূল রূপিম	=	লিঙ্গান্তর (স্ত্রী)
/মিঁয়্যা-/		মানুশ্		মিঁয়্যামানুশ্ (মেয়েমানুষ)
		ছাওয়াল্		মিঁয়্যাছাওয়াল্
/মাদি-/		কুত্তা		মাদিকুত্তা (কুকুরি)
		ঘোঁরা		মাদিঘোঁরা (ঘুড়ি)
/বকোন্-/		বাচুর্		বকোন্বাচুর্ (বকনাবাছুর)
/বিটি-/		ছাওয়াল্		বিটিছাওয়াল্ (মেয়েসন্তান)

৯.৫.২ স্ত্রীলিঙ্গ থেকে পুংলিঙ্গে পরিবর্তন ঃ

ক. অন্ত্য প্রত্যয় যোগে ঃ

মুক্ত রূপিম	+	অন্ত্য প্রত্যয়	=	লিঙ্গান্তর (পুং)
ননোদ্		/-অ্যা/		নো'ন্দ্যা (নন্দাই)
মাশি				মাশ্যা (মেসো)
পিশি				পিশ্যা (পিসে)
হাঁশ্		/-আ/		হাঁশা (পুরুষ হাঁস)
মুরোগ্				মুর্গা (মোরগ)

খ. মুক্ত রূপিম যোগে ঃ

এখানে রূপিমগুলো কেবলমাত্র মূল রূপিমের অন্তে যোগ হয়।

মূল রূপিম (স্ত্রী)	+	মুক্ত রূপিম	=	লিঙ্গান্তর (পুং)
ভোগ্নি		/- পোতি/		ভোগ্নিপোতি (ভগ্নীপতি)
বো'ন্		/-পুত/		বো'ন্পুত্ (বোনের পুত্র)
মাগি		/-মুকা/		মাগ্যামুকা (মেয়েমুখো)
বো		/-পাগ্লা/		বোপাগ্লা

৯.৫.৩ উভয়লিঙ্গ শব্দের লিঙ্গ পরিবর্তন ঃ

এই উপভাষায় উভয়লিঙ্গ শব্দের লিঙ্গ পরিবর্তন হয়ে থাকে। এগুলোর লিঙ্গ পরিবর্তন নিচে দেখানো হল —

উভয়লিঙ্গ	পুংলিঙ্গ	স্ত্রীলিঙ্গ
ছাওয়াল্	বেটাছাওয়াল্	মিঁয়্যাছাওয়াল্
মানুশ্	মরোদ্‌মানুশ্	মিঁয়্যামানুশ্/মাগিমানুশ্
বাচুর্	আঁর‍্যাবাচুর্	বকোন্‌বাচুর্
হাঁশ্	হাঁশা	হাঁশি
গোরু	বলোদ্ (গোরু)	গাই (গোরু)
বাচ্চা	মোদ্‌দাবাচ্চা	মাদিবাচ্চা
কুত্তা	মোদ্‌দাকুত্তা	মাদি/মেচিকুত্তা
চোই	নর্	মাদি
বিলি	হুলাবিলি	মেনিবিলি
মুরোগ্	মুর্‌গা	মুর্‌গি

১০. বচন ঃ

এই উপভাষায় বচনের ব্যবহার চলিত বাংলার মতোই। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একবচন ও বহুবচনে বিশেষ্যের আলাদা রূপ ব্যবহৃত হয়। যেমন, একবচন — চোই, বহুবচন — চোইগুলান্। তবে বিশেষ্যের আগে বহুত্ববাচক বিশেষণ থাকলে সেই বিশেষ্যের বহুবচনে আলাদা রূপ হয় না। যেমন, একবচন — অ্যাক্‌টা শোব্‌রি, বহুবচনে — মেলা শোব্‌রি। এখানে 'শোব্‌রি' শব্দের একবচন ও বহুবচনে একই রূপ। তবে সর্বনামের ক্ষেত্রে বচনের প্রভাব যথেষ্ট রয়েছে। সর্বনামের ক্ষেত্রে বচনভেদে আলাদা আলাদা রূপ হয়ে থাকে। যেমন, একবচন — তুই, বহুবচন — তুরা ইত্যাদি। বিশেষণের রূপ নিয়ন্ত্রণে বচনের তেমন ভূমিকা নেই। তবে অনেক সময় বিশেষণের দ্বিত্ব করে তার সাহায্যে বহুবচনের কাজ সম্পন্ন হয়। তখন দ্বিত্বটি বিশেষ্যের পূর্বে বসে এবং বিশেষ্যের সঙ্গে বহুবচনবাচক প্রত্যয়টি ব্যবহৃত হয় না। যেমন — চাকা চাকা বাগুন্, গোল্ গোল্ আলু ইত্যাদি। এখানে ক্রিয়ার রূপ নিয়ন্ত্রণে বচনের কোনো প্রকার ভূমিকা নেই।[৫]

১০.১ একবচন ঃ

এই উপভাষায় একবচন নির্দেশ করার জন্য কতকগুলো নির্দেশক বিভক্তি ব্যবহৃত হয়। সেগুলো হল — -ডা/-ড্যা, -টা/-ট্যা, -খ্যান্, -গাচ্ ইত্যাদি। এগুলো পদান্তে প্রত্যয়ের মতো বসে।

যেমন —

ক. নোকাডা বা'ন্দ্যা রাক্। (নৌকাটা বেঁধে রাখ।)

খ. বোইড্যা ইট্টু পর। (বইটা একটু পড়।)

গ. নাংগোল্খ্যান্ নিয়্যায়। (লাঙলখানা নিয়ে আয়।)

ঘ. দোরিগাচ্ রাক্যা দে। (দড়িগাছ রেখে দে।)

ঙ. লাটিট্যা তুল্যা থো। (লাঠিটা তুলে রাখ।)

চলিত বাংলার মতো 'অ্যাক্' শব্দ পূর্বে বসিয়েও একবচনের রূপ গঠন হতে দেখা যায়। যেমন —

ক. অ্যাক্ কাম্ কর্। (এক কাজ কর।)

খ. অ্যাক্ বেলার্ ঘাঁটা হোবি। (এক বেলার পথ হবে।)

গ. অ্যাক্ দিনেত্ কোর্যা দিবো। (এক দিনে করে দেব।)

পদের শেষে বিভক্তি যোগ করেও কখনো-কখনো একবচনের রূপ গঠিত হয়। যেমন —

ক. মিঁয়্যাক্ শোশুর্ বারিত্ নিয়্যা গ্যালো। (মেয়েকে শ্বশুর বাড়ি নিয়ে গেল।)

খ. দাদুর্ লাটি ভা'ংগ্যা গ্যাচে। (দাদুর লাঠি ভেঙে গেছে।)

শব্দের পূর্বে অথবা পরে বচনবাচক কোনো কিছু যোগ না-করেও কখনো-কখনো একবচনের রূপ গঠিত হতে দেখা যায়। যেমন —

ক. ছাওয়াল্ কান্দে ক্যা? (ছেলে কাঁদে কেন?)

খ. পুতোল্ মাটিত্ পোর্যা আচে। (পুতুল মাটিতে পড়ে আছে।)

গ. নাও নিয়্যা জা। (নৌকা নিয়ে যা।)

নির্দেশক সর্বনামের দ্বারাও অনেক সময় একবচন প্রকাশ করা হয়ে থাকে। যেমন —

ক. এড্যা ভালো কোর্যা তুল্যা রাক্। (এটা ভাল করে তুলে রাখ।)

খ. ই কাম্ কোরিশ্ ন্যা জেন্। (এ কাজ করিসনে যেন।)

গ. ওই ছালাত্ থুয়্যা দে। (ঐ বস্তায় রেখে দে।)

ঘ. ওটি বিচ্যার্ বো'চ্চে। (ওখানে বিচার বসেছে।)

১০.২ বহুবচন ঃ

এই উপভাষায় নানাভাবে বহুবচনের রূপ গঠিত হয়। অধিকাংশ ক্ষেত্রে -রা/-র‍্যা, -এরা, -রে, -গুলান্ প্রভৃতি বহুত্ববাচক প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। যেমন —

ক. মিঁয়্যারা খা'তে বো'চ্চে। (মেয়েরা খেতে বসেছে।)

খ. জাঁওইর‍্যা কুন্‌টি গ্যাচে? (জামাইরা কোথায় গেছে?)

গ. মা'ন্‌শেরা কাম্ কোরিচ্চে। (মানুষেরা কাজ করছে।)

ঙ. পা'ট্‌গুলান্ একুনো জোমিত্ জায় নি। (চাকরগুলো এখনও জমিতে যায়নি।)

চলিত বাংলার মতো বিশেষ্যের পূর্বে বহুত্ববোধক বিশেষণ যোগেও বহুবচনের পদ গঠিত হয়। যেমন —

ক. দুই ছাওয়াল্ নিয়্যা থাকি। (দুই ছেলে নিয়ে থাকি।)

খ. তিন্ মিঁয়্যারি বিয়্যা হয়্যা গ্যাচে। (তিন মেয়েরই বিয়ে হয়ে গেছে।)

গ. শব্ আম্ কাঁচা। (সব আম কাঁচা।)

ঘ. মেলা কাম্ পোর‍্যা আচে। (অনেক কাজ পড়ে আছে।)

এই উপভাষায় বহুত্ব বোঝাতে 'ম্যালা'/'মেলা' এবং আধিক্য বোঝাতে 'খুপ্' বিশেষণ দুটি বহুল ব্যবহৃত হয়। যেমন —

ক. ম্যালা মানুশ্ জরো হচে। (মেলা মানুষ একত্রিত হয়েছে।)

খ. একুনো ম্যালা কাম্ বাঁকি। (এখনও মেলা কাজ বাকি।)

গ. আ'চ্ খুপ্ হিঁয়্যাল্। (আজ খুব ঠাণ্ডা।)

ঘ. মাচ্‌টা খা'তে খুপ্ শাদ্। (মাছটা খেতে খুব স্বাদ।)

শব্দের পূর্বে সমষ্টিবাচক বিভিন্ন শব্দ ব্যবহার করেও বহুবচনের রূপ গঠিত হতে দেখা যায়। যেমন —

ক. গোটা দ্যাশ্ ছায়্যা গ্যাচে। (সমস্ত দেশ ছেয়ে গেছে।)

খ. তামান্ দিন্ না খায়্যা আচি। (সমস্ত দিন না খেয়ে আছি।)

গ. শপ্ দোশ্ অর্। (সব দোষ ওর।)

সমধর্মী বা আনুষঙ্গিক যুগ্ম শব্দ ব্যবহার করেও বহুবচন করার রীতি এই উপভাষায় পরিলক্ষিত হয়। যেমন —

ক. চেংরাপেংরার্ মুতো কোরিশ্ ন্যা তো। (ছেলেপিলের মতো করিসনে তো।)

খ. বাশুন্কুশুন্ মাজা হচে। (বাসনপত্র মাজা হয়েছে।)

গ. জামাটামা তুল্যা থো। (জামাকাপড় তুলে রাখ।)

বিশেষণের দ্বিরুক্তির সাহায্যেও বহুবচনের রূপ গঠিত হতে দেখা যায়। যেমন —

ক. মা'রের্ চোটে বরো বরো কাল্শাটি পোর্যা গ্যাচে।
(প্রচণ্ড মারে বড়ো বড়ো কালশিরে পড়ে গেছে।)

খ. ছুট্টু ছুট্টু কুমোর্ তুলিশ্ ন্যা। (ছোটো ছোটো কুমড়া তুলিসনে।)

বিশেষ্য পদের দ্বিরুক্তির মাধ্যমেও বহুবচন বোঝানো হয়ে থাকে। যেমন —

ক. জোনে জোনে কয়্যা আ'চ্চি। (জনে জনে বলে এসেছি।)

খ. বারি বারি গেচুলু? (বাড়ি বাড়ি গিয়েছিলি?)

গ. হাতে হতে কোর্যা ফ্যাল্। (হাতে হাতে করে ফেল।)

সর্বনাম পদের সঙ্গে -'রা' বিভক্তি যুক্ত করেও বহুবচন নির্দেশ করা হয়ে থাকে। যেমন —

ক. আম্রা ভাত্ খাই।

খ. তোম্রা চোল্যা জাও। (তোমরা চলে যাও।)

গ. ওরা একুনো আশে নি। (ওরা এখনও আসেনি।)

প্রশ্নবাচক সর্বনাম পদকে দ্বিরুক্ত করেও বহুবচন বোঝানো হয়ে থাকে। যেমন —

ক. কে কে জাবু, চ। (কে কে যাবি, চল।)

খ. কুন্টি কুন্টি ঘুর্যা বেরা'শ্? (কোথায় কোথায় ঘুরে বেরাস?)

গ. কাক্ কাক্ কোচু? (কাকে কাকে বলেছিস?)

অসমাপিকা ক্রিয়াপদ পর পর (দুবার) ব্যবহার করেও বহুবচনের পদ গঠন এই উপভাষার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য। যেমন —

ক. খায়্যা খায়্যা মোটা হো'চ্চে। (খেয়ে খেয়ে মোটা হচ্ছে।)

খ. হাঁশ্যা হাঁশ্যা মো'ল্লু রে। (হেসে হেসে মরলি রে।)

গ. বোশ্যা বোশ্যা পায়েত্ বাত্ ধোর্যা গ্যালো। (বসে বসে পায়ে বাত ধরে গেল।)

১১. সমাস ঃ

এই উপভাষায় সমাসের ব্যবহার চলিত বাংলার মতোই। এখানে প্রচুর সমাসবদ্ধ পদের প্রয়োগ রয়েছে। নিচে বিভিন্ন প্রকার সমাসের কিছু সমাসবদ্ধ পদের উদাহরণ এবং তার বিশ্লেষণ ও অর্থ তুলে ধরা হল।

১১.১ দ্বন্দ্ব সমাস ঃ

সমাসবদ্ধ পদ	বিশ্লেষণ	অর্থ
কাপুর্‌চুপুর্‌	কাপুর্‌ ও চুপুর্‌	কাপড়চোপড়
ছোঁরাছুঁরি	ছোঁরা ও ছুঁরি	ছেলেমেয়ে
চেংরাপেংরা	চেংরা ও পেংরা	ছেলেপিলে
ছাওয়াল্‌পাওয়াল্‌	ছাওয়াল্‌ ও পাওয়াল্‌	ছেলেপিলে
লাটিছোটা	লাটি ও ছোটা	লাঠিসোঁটা
টেকাপয়শা	টেকা ও পয়শা	টাকাপয়সা
মাচ্‌মাংশো	মাচ্‌ ও মাংশো	মাছমাংস
চির‍্যামুরি	চির‍্যা ও মুরি	চিড়েমুড়ি
লোজ্‌জাশরোম্‌	লোজ্‌জা ও শরোম্‌	লজ্জাশরম
কোতাবাত্‌রা	কোতা ও বাত্‌রা	কথাবার্তা
জামাকাপুর্‌	জামা ও কাপুর্‌	জামাকাপড়
চুরিচামারি	চুরি ও চামারি	অপকর্ম
হাঁশ্যাখেল্যা	হাঁশ্যা ও খেল্যা	হেসেখেলে
চোল্যাফির‍্যা	চোল্যা ও ফির‍্যা	চলেফিরে
চায়্যাচিন্‌ত্যা	চায়্যা ও চিন্‌ত্যা	চেয়েচিন্তে
খা'ল্‌বিল্‌	খা'ল্‌ ও বিল্‌	খালবিল
ডাক্‌দোই	ডাক্‌ ও দোই	ডাকদোহাই
বোইখাতা	বোই ও খাতা	বইখাতা
চিয়্যার্‌টেবিল্‌	চিয়্যার্‌ ও টেবিল্‌	চেয়ারটেবিল

১১.২ তৎপুরুষ সমাস ঃ

সমাসবদ্ধ পদ	বিশ্লেষণ	অর্থ	মন্তব্য
আকাম্‌	নয় কাম্‌	অকাজ/ক্ষতি	নঞ
আকাল্‌	নয় কাল্‌	অভাব/অসময়	নঞ

সমাসবদ্ধ পদ	বিশ্লেষণ	অর্থ	মন্তব্য
ইঁচ্র্যাপাকা	ইঁচ্র্যা পাকা	বজ্জাত/ ডেঁপো	অলুক
গাচ্পাকা	গাচেত্ পাকা	পরিপক্ক	অধিকরণ
জাল্যাপারা	জা'ল্যারে পারা	জেলেপাড়া	সম্বন্ধ
বিল্যাত্ ফিরোত্	বিল্যাত্ থাক্যা ফিরোত্	বিলেতফেরত	অপাদান
মুন্গোরা	মুনের্ দ্বারা গোরা	মনগড়া	করণ
বাশুন্মাজা	বাশুনেক্ মাজা	বাসনমাজা	কর্ম
ছাওয়াল্ ভুলান্যা	ছাওয়ালেক্ ভুলান্যা	ছেলেভুলানো	কর্ম

১১.৩ কর্মধারয় সমাস ঃ

সমাসবদ্ধ পদ	বিশ্লেষণ	অর্থ	মন্তব্য
বাগুন্পোরা	পোরা জে বাগুন্	বেগুনপোড়া	সাধারণ
মুলোবিশায়েব্	জেই মুলোবি শেই শায়েব্	মৌলবিসাহেব	সাধারণ
কাঁচামিট্যা	কাঁচা কিন্তু মিট্যা	কাঁচামিঠে	সাধারণ
চা'ল্ভাজা	ভাজা জে চা'ল্	চালভাজা	সাধারণ
হাঁর‍্যাগোলা	হাঁর‍্যা জে গোলা	হেঁড়েগলা	সাধারণ
ত্যাল্পোরা	পোরা জে ত্যাল্	তেলপড়া	সাধারণ
বোদি	জে বো শেই দি	বৌদি	সাধারণ
জাঁওইবু	জে জাঁওই শেই বু	জামাইবাবু	সাধারণ
শেঁকালু	শেঁকার্ মুতোন্ আলু	শাঁখালু	উপমিত
চান্মুক্	চানের্ মুতোন্ মুক্	চাঁদমুখ	উপমিত
চির‍্যাচেপ্টা	চির‍্যার্ মুতোন্ চেপ্টা	চিঁড়েচ্যাপটা	উপমিত
মিশ্কালো	মিশির্ মুতোন্ কালো	মিশকালো	উপমান
বোভাত	বো দেওয়া ভাত্	বউভাত	মধ্যপদলোপী
জাঁওইশোশ্টি	জাঁওয়ের্ মুংগোলের্ জো'ন্নে শোশ্টি	জামাইষষ্ঠী	মধ্যপদলোপী
চাল্কুমোর্	চালেত্ হয় জে কুমোর্	চালকুমড়া	মধ্যপদলোপী
নাতিজাঁওই	নাত্নিক্ বিয়্যা করিচে এমুন্ জাঁওই	নাতজামাই	মধ্যপদলোপী

১১.৪ দ্বিগু সমাস ঃ

সমাসবদ্ধ পদ	বিশ্লেষণ	অর্থ
ত্যামাতা	ত্যা (তিন্) মাতার্ মিল্	তেমাথা
দুয়্যানা	দু (দুই) আনার্ মিল্	দুই আনা
আট্চালা	আট্ চালের্ মিল্	আটচালা
ত্যাকাটি	ত্যা (তিন্) কাটির্ মিল্	তেকাঠি
ত্যাপোর্	ত্যা (তিন্) পোরের্ (প্রহরের) মিল/শোমাহার্	ত্রিপ্রহর
পাঁচ্পুরোন্	পাঁচ্ পুরোনের্ মিল্	পাঁচফোড়ন

১১.৫ বহুব্রীহি সমাস ঃ

সমাসবদ্ধ পদ	বিশ্লেষণ	অর্থ	মন্তব্য
ভাইভাতারি	ভাই ভাতার্ জার্	মেয়েলি গালি	—
বারোভাতারি	বারো ভাতার্ জার্	মেয়েলি গালি	—
গায়্যামুকা	গায়্যা মুক্ জার্	বিকটদর্শন মুখ	—
পুরাকোপালি	পুরা কোপাল্ জার্ (স্ত্রী)	পোড়াকপালি	—
ব্যায়্যা	নাই হায়্যা জার্	বেহায়া	নঞ
ব্যাদোপ্	ব্যা আদোপ্ জার্	বেআদব	নঞ
নিখোচ্	নাই খোচ্ জার্	নিখোঁজ	নঞ
শোদ্বা	ধব্ আচে জার্	সধবা	
টিপ্কোপালি	টিঁপ্যার্ মুতোন্ কোপাল্ জার্ (স্ত্রী)	উঁচুকপাল বিশিষ্টা	—
লাট্যালাটি	লাটিত্ লাটিত্ জে মারামারি	লাঠালাঠি	ব্যতিহার
চুল্যাচুলি	চুলে চুলে ধোর‍্যা জে মারামারি	চুলোচুলি	ব্যতিহার
কিল্যাকিলি	কিল্যায় কিল্যায় জে মারামারি	কিলাকিলি	ব্যতিহার
কানাকানি	কানে কানে জে কোতা	কানাকানি	ব্যতিহার
পিট্যাপিটি	পিট্যায় পিট্যায় জে মারামারি	পিটাপিটি	ব্যতিহার

১১.৬ অব্যয়ীভাব সমাস ঃ

সমাসবদ্ধ পদ	বিশ্লেষণ	অর্থ
আগাপাচ্‌তোলা	আগা থাক্যা পাচ্‌তোলা পো'র্‌জো'ন্‌তো	আপাদমস্তক
অমিল্‌	মিলের্‌ ওভাব্‌	গরমিল
দুর্‌ভিক্‌কো	ভিক্‌ক্যার্‌ অভাব্‌	দুর্ভিক্ষ

১২. শব্দদ্বৈত ঃ

চলিত বাংলার মতো এই উপভাষাতেও শব্দদ্বৈত রয়েছে।[৬] এক্ষেত্রে বিশেষ্য, বিশেষণ, সর্বনাম, ক্রিয়া প্রভৃতি পদসমূহের পুনরাবৃত্তি ঘটে থাকে। এগুলোর মধ্যে অনেকগুলো চলিত বাংলার মতো আর কতকগুলো উপভাষার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যে উচ্চারিত হয়। যেমন —

উপভাষায় ব্যবহৃত শব্দদ্বৈত	অর্থ
আ'ম্‌ট্যা আ'ম্‌ট্যা	টক টক
আ'চ্‌ক্যা আ'চ্‌ক্যা	চমকে চমকে
আংকা আংকা	হঠাৎ/নতুন
আ'ন্‌ল্যা আ'ন্‌ল্যা	অলবণাক্ত
অক্‌ অক্‌	বমির উপক্রম
উশ্‌ট্যা উশ্‌ট্যা	রেগে রেগে/রুক্ষভাবে
কুচি কুচি	ছোটো ছোটো
কোশা কোশা	শক্ত বা চাপার ভাব
ঘুঁচি ঘুঁচি	মিহি
চেত্যা চেত্যা	রেগে রেগে
ছুঁ ছুঁ	ছোঁক ছোঁক
ছ্যা ছ্যা	ঘৃণার ভাব
ছ্যান্‌ ছ্যান্‌	জ্বালার অস্বস্তি ভাব
ছ্যাও ছ্যাও	টুকরো টুকরো
ট্যাক্‌ ট্যাক্‌	বিরক্তিকর উক্তি
ফিঁক্‌র‍্যা ফিঁক্‌র‍্যা	ক্রমাগত (কান্নার ক্ষেত্রে)
ফালি ফালি	লম্বা টুকরো
টাইট্‌ টাইট্‌	শক্ত বা চাপার ভাব
রুক্যা রুক্যা	রেগে রেগে/অসহিষ্ণু হয়ে

এগুলো ছাড়াও আরও বেশ কিছু শব্দদ্বৈত এই উপভাষায় ব্যবহার হতে দেখা যায়। এগুলোর মধ্যে চলিত বাংলার প্রভাব স্পষ্ট। সেগুলো নিচে দেখানো হল।

ক. সংযোগবাচক ঃ

চোকে চোকে (চোখে চোখে)
মুকে মুকে (মুখে মুখে)
বুকে বুকে
মা'ন্‌শে মা'ন্‌শে (মানুষে মানুষে)
কোত্তয় কোতায় (কথায় কথায়)
কাটে কাটে (কাঠে কাঠে)
পাতোরে পাতোরে (পাথরে পাথরে)
মো'দ্‌দে মো'দ্‌দে (মধ্যে মধ্যে)
লোকে লোকে

খ. পুনরাবৃত্তিবাচক ঃ

ঘর্ ঘর্
দলে দলে
দিনে দিনে
পাতাত্ পাতাত্ (পাতায় পাতায়)
হারে হারে (হাড়ে হাড়ে)
পরে পরে
ঘোন্‌টায় ঘোন্‌টায় (ঘন্টায় ঘন্টায়)
শোমায় শোমায় (সময় সময়)

গ. নিয়তবর্তিতাবাচক ঃ

পিচে পিচে (পাছে পাছে)
পাচে পাচে (পিছনে পিছনে)
আগে আগে
উপুরে উপুরে (উপরে উপরে)
শা'র্ শা'র্ (সারি সারি)
শাতে শাতে (সাথে সাথে)

ঘ. দ্বিধা, অসম্পূর্ণতাবাচক ঃ

জাবো জাবো (যাব যাব)
কোরি কোরি (করি করি)
উটি উটি (উঠি উঠি)
শিত্ শিত্ (শীত শীত)
ম্যাগ্ ম্যাগ্ (মেঘ মেঘ)
জর্ জর্ (জ্বর জ্বর)
পুরা পুরা (পোড়া পোড়া)
মোরা মোরা (মর মর)

ঙ. দীর্ঘকালীনতাবাচক ঃ

জা'তে জা'তে (যেতে যেতে)
খা'তে খা'তে (খেতে খেতে)
হাঁশ্যা হাঁশ্যা (হেসে হেসে)
হাঁ'ট্তে হাঁ'ট্তে (হাঁটতে হাঁটতে)
হাঁ'শ্তে হাঁ'শ্তে (হাসতে হাসতে)

চ. বহুত্ববাচক ঃ

মেলা মেলা (অনেক অনেক)
ঘুনু ঘুনু (ঘন ঘন)
মোটা মোটা
পুর্ পুর্ (পুরু পুরু)
লোম্বা লোম্বা (লম্বা লম্বা)
কালো কালো
নোতুন্ নোতুন্ (নতুন নতুন)

ছ. প্রবল আকাঙ্ক্ষাবাচক ঃ

টেকা টেকা (টাকা টাকা)
জল্ জল্
শারি শারি (শাড়ি শাড়ি)
বাপ্ বাপ্ (বাবা বাবা)
জোমি জোমি (জমি জমি)
পুতোল্ পুতোল্ (পুতুল পুতুল)

জ. এছাড়াও রয়েছে ঃ

প্যাটে প্যাটে (পেটে পেটে)
মুনে মুনে (মনে মনে)
তলে তলে
উশ্শু উশ্শু (উষ্ণ উষ্ণ)
চ চ (চল চল)
কা'ল্চ্যা কা'ল্চ্যা (কালো ভাব)
লা'ল্ট্যা লা'ল্ট্যা (লাল ভাব)
চাকা চাকা (গোল গোল)
র র (থাম থাম)
আ আ (আয় আয়)

ঝ. চলিত বাংলার মতো আর এক প্রকার শব্দদ্বৈত রয়েছে এই উপভাষায়। এগুলো সমার্থক বা প্রায় সমার্থক আরেকটি শব্দ জোড়া লাগিয়ে তৈরি হয়। অনেকে এই শব্দগুলোকে বলেছেন অনুগামী, সহচর শব্দ। আধিক্য বোঝাতে, জোর দিতে বা অন্য কারণে এই ধরনের শব্দদ্বৈত ব্যবহৃত হয়। যেমন —

উপভাষায় ব্যবহৃত অনুগামী শব্দ	অর্থ
টেকাকোরি	টাকাকড়ি
টেকাপয়শা	টাকাপয়সা
পয়শাকোরি	টাকা/অর্থ
চিটিপত্তোর্	চিঠিপত্র
কাগো'চপাতি	কাগজপত্র
মানুশ্‌জোন্	মানুষজন
লোক্‌জোন্	লোকজন
হ্যাঁহুঁ	হুঁ-হাঁ
ভয়ডর্	ভয়ডর
গাচ্‌গাচালি	গাছপালা
পক্‌পোকালি	পাখিকুল
রাজ্‌রাজ্‌রা	রাজারাজাড়া
দাক্‌তার্‌কো'ব্‌র্যাচ্	ডাক্তারকবিরাজ
বিদ্যাশ্‌বিভুঁই	বিদেশবিভুঁই
রাচ্‌তাঘাট্	রাস্তাঘাট
গারিঘোঁরা	গাড়িঘোড়া
গোরুবোর্‌কি	গোরুছাগল
হাঁরিপা'ল্‌ল্যা	হাঁড়িপাতিল
হাত্‌দাকুরা'ল্	দাকুড়াল
হাঁশ্যাকাচি	হেঁসোকাস্তে
তেনাকানি	টুকরোকাপড়
নেক্‌রাকানি	ছেঁড়াকাপড়
জামাকাপুর্	জামাকাপড়
শপ্‌পাটি	শপপাটি (মাদুর অর্থে)
শিশিবুতো'ল্	শিশিবোতল
লাটিছোটা	লাঠিসোঁটা
ছাল্‌চাম্‌রা	ছালচামড়া
জোন্‌পা'ট্	চাকরবাকর

ঞ. আর এক প্রকার শব্দদ্বৈত এই উপভাষায় পাওয়া যায়। এগুলোর প্রয়োগ চলিত বাংলার মতোই। এরা আগের বা মূল শব্দের প্রতিধ্বনির মতো। তাই অনেকে এই শব্দগুলোকে অনুকার শব্দ বলেছেন। অবশ্য রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এই ধরনের শব্দদ্বৈতকে 'প্রভৃতিবাচক' বলে উল্লেখ করেছেন। এই উপভাষায় ব্যবহৃত এই প্রকার শব্দগুলোর ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ নিম্নলিখিতভাবে করা যেতে পারে —

শব্দ	অর্থ	ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ
জল্‌টল্‌	জলাদি	শব্দের দ্বিতীয়াংশে আদ্য ব্যঞ্জন-ধ্বনির পরিবর্তন ঘটেছে।
মাচ্‌টাচ্‌	মাছাদি	পূর্বোক্ত পরিবর্তন ঘটেছে।
পয়শাটয়শা	পয়সাকড়ি	পূর্বোক্ত পরিবর্তন ঘটেছে।
কাপুরচুপুর্‌	কাপড়চোপড়	শব্দের দ্বিতীয়াংশে আদ্য ব্যঞ্জনধ্বনির সঙ্গে স্বরধ্বনিরও পরিবর্তন ঘটেছে।
হাঁরিকুঁরি	হাঁড়িপাতিল	পূর্বোক্ত পরিবর্তন ঘটেছে।
আলাপ্‌টালাপ্‌	ইয়ার্কি-ফাজলামি	শব্দের দ্বিতীয়াংশের আদিতে ব্যঞ্জনধ্বনির আগম ঘটেছে।
বোচকাবুচ্‌কি	ছোটো বড়ো সব বোঁচকা	শব্দের দ্বিতীয়াংশের আদিতে ও অন্তে স্বরধ্বনির পরিবর্তন ঘটেছে।
কাটিকুটি	কাটা অর্থে	শব্দের দ্বিতীয়াংশে আদি স্বরধ্বনির পরিবর্তন ঘটেছে।
কাটিটাটি	কাঠিটাঠি	শব্দের দ্বিতীয়াংশে আদ্য ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তন ঘটেছে।
চোর্‌টোর্‌	চোরটোর	পূর্বোক্ত পরিবর্তন ঘটেছে।
ছিট্‌টিট্‌	কাপড় অর্থে	পূর্বোক্ত পরিবর্তন ঘটেছে।
চাম্‌রাটাম্‌রা	ত্বক অর্থে	পূর্বোক্ত পরিবর্তন ঘটেছে।
ঘর্‌টর্‌	ঘরদোর	পূর্বোক্ত পরিবর্তন ঘটেছে।
দোরিটোরি	রশি ইত্যাদি	পূর্বোক্ত পরিবর্তন ঘটেছে।
খোরিটোরি	কাঠখড়ি	পূর্বোক্ত পরিবর্তন ঘটেছে।
বোইটোই	বইপত্র	পূর্বোক্ত পরিবর্তন ঘটেছে।

শব্দ	অর্থ	ভাষাতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ
এন্‌দুর্‌টেন্‌দুর্‌	ইঁদুর ইত্যাদি	শব্দের দ্বিতীয়াংশের আদিতে ব্যঞ্জনধ্বনির আগম ঘটেছে।
টিন্‌ফিন্‌	টিনটিন	শব্দের দ্বিতীয়াংশে আদ্য ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তন ঘটেছে।
ঘিচিমিচি	উলটাপালটা	পূর্বোক্ত পরিবর্তন ঘটেছে।
হেঁকাবেঁকা	এলোমেলো	পূর্বোক্ত পরিবর্তন ঘটেছে।
হাঁকাবাঁকা	তাড়াহুড়ো	পূর্বোক্ত পরিবর্তন ঘটেছে।
টেকাটেকা	টাকাকড়ি	শব্দের উভয় অংশেই কোনো পরিবর্তন ঘটেনি।
টাইম্‌টাইম্‌	সময়টময়	শব্দের উভয় অংশেই কোনো পরিবর্তন ঘটেনি।
চাকোর্‌বাকোর্‌	চাকরবাকর	শব্দের দ্বিতীয়াংশে আদ্য ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তন ঘটেছে।
উতাল্‌পাতাল্‌	উলটপালট	শব্দের দ্বিতীয়াংশে স্বরধ্বনির পরিবর্তে ব্যঞ্জনধ্বনি এসেছে।
চুল্‌বুল্‌	চঞ্চল ভাব	শব্দের দ্বিতীয়াংশে আদ্য ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তন ঘটেছে।
আঁয়েবাঁয়ে	আশেপাশে	শব্দের দ্বিতীয়াংশের আদিতে ব্যঞ্জনধ্বনির আগম ঘটেছে।
ধর্‌পর্‌	হাঁসফাঁস	শব্দের দ্বিতীয়াংশে আদ্য ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তন ঘটেছে।
আল্যাঝাল্যা	এলোমেলো	শব্দের দ্বিতীয়াংশের আদিতে ব্যঞ্জনধ্বনির আগম ঘটেছে।
খিদ্‌বিদ্‌	ঘিনঘিন	শব্দের দ্বিতীয়াংশে আদ্য ব্যঞ্জনধ্বনির পরিবর্তন ঘটেছে।

১৩. ধ্বন্যাত্মক শব্দ ঃ

এই উপভাষায় ধ্বন্যাত্মক শব্দের বহুল ব্যবহার দেখা যায়। এগুলোর অধিকাংশের উচ্চারণ ও প্রয়োগ মান্য চলিতের মতো। তবে অনেকগুলো উপভাষার নিজস্ব উচ্চারণবৈশিষ্ট্যে উচ্চারিত হয়ে থাকে। এখানে উপভাষায় ব্যবহৃত কিছু ধ্বন্যাত্মক শব্দের তালিকা দেওয়া হল[৭] —

আঁইটাঁই, আন্‌চান্‌,

ইর্‌ইর্‌,

উশ্‌খুশ্‌,

কচ্‌কচ্‌, কর্‌কর্‌, কল্‌কল্‌, কট্‌কট্‌, কটোর্‌কটোর্‌, কুচ্‌কুচ্‌, কুচিকুচি,

খক্‌খক্‌, খট্‌খট্‌, খিচ্‌খিচ্‌, খচ্‌মচ্‌, খিট্‌খিট্যা, খশ্‌খশ্‌, খুত্‌খুত্যা, খুন্‌খুন্যা, খুট্‌খাট্‌, খুচ্‌খাচ্‌,

গন্‌গন্‌, গট্‌গট্‌, গপ্‌গপ্‌, গোপাগপ্‌, গম্‌গম্‌, গিচ্‌গিচ্যা, গিচ্‌গিচ্‌, গোঁগোঁ, গন্‌গোন্যা,

ঘর্‌ঘর্‌, ঘর্‌ঘোর্যা, ঘিন্‌ঘিন্‌, ঘিন্‌ঘিন্যা, ঘুট্‌ঘুট্‌, ঘুট্‌ঘুট্যা, ঘ্যান্‌ঘ্যান্‌, ঘ্যানোর্‌ঘ্যানোর্‌, ঘ্যাচ্‌ঘ্যাচ্‌,

ঘল্‌ঘল্‌, ঘট্‌ঘট্‌, ঘংঘং, ঘোটাংঘোটাং, ঘ্যালঘেল্যা,

চক্‌চক্‌, চক্‌চোক্যা, চক্‌মক্‌, চক্‌মোক্যা, চোটাচট্‌, চট্‌পট্‌, চট্‌পোট্যা, চন্‌চন্‌, চিক্‌চিক্‌, চিক্‌চিক্যা,

চোঁচোঁ, চিন্‌চিন্‌, চিন্‌চিন্যা,

ছোপাছোপ্‌, ছম্‌ছম্‌, ছিপ্‌ছিপ্যা, ছল্‌ছল্‌, ছপ্‌ছপ্‌,

জব্‌জোব্যা, ঝব্‌জব্‌, জর্‌জর্‌, জ্যাল্‌জ্যাল্‌, জ্যাল্‌জেল্যা, জার্‌জার্‌,

ঝক্‌ঝক্‌, ঝক্‌ঝোক্যা, ঝপ্‌ঝপ্‌, ঝম্‌ঝম্‌, ঝর্‌ঝর্‌, ঝর্‌ঝোর্যা, ঝন্‌ঝন্‌, ঝির্‌ঝির্‌, ঝির্‌ঝির্যা, ঝক্‌মক্‌,

ঝক্‌মোক্যা, ঝন্‌ঝোন্যা, ঝিন্‌ঝিন্‌, ঝিক্‌মিক্‌,

টপ্‌টপ্‌, টশ্‌টশ্‌, টল্‌টল্‌, টল্‌টোল্যা, টশ্‌টোশ্যা, টুপাটুপ্‌, টক্‌টক্‌, টক্‌টোক্যা, টন্‌টন্‌, টন্‌টোন্যা,

টিংটিংগ্যা, টির্‌টির্‌, টিপ্‌টিপ্যা, টিম্‌টিম্‌, টিম্‌টিম্যা, ট্যাংট্যাং, ট্যাঁট্যাঁ, টোপাটোপ্‌,

ঠন্‌ঠন্‌, ঠন্‌ঠোন্যা, ঠ্যাংঠেংগ্যা, ঠক্‌ঠক্‌, ঠুক্‌ঠুক্‌, ঠাশ্‌ঠাশ্‌, ঠশ্‌ঠশ্‌, ঠশ্‌ঠোশ্যা,

ডগ্‌ডোগ্যা, ড্যাংড্যাং, ডগ্‌মগ্‌, ডগ্‌মোগ্যা,

ঢক্‌ঢক্‌, ঢকাঢক্‌, ঢর্‌ঢোর্যা, ঢ্যাল্‌ঢ্যাল্‌, ঢ্যাল্‌ঢেল্যা, ঢল্‌ঢল্‌, ঢল্‌ঢোল্যা, ঢ্যাংঢ্যাং, ঢশ্‌ঢশ্‌, ঢশ্‌ঢোশ্যা,

তুল্‌তুল্‌, তুল্‌তুল্যা, তক্‌তোক্যা, তক্‌তক্‌, তর্‌তর্‌, তুর্‌তুর্যা, ত্যাল্‌ত্যাল্‌ ত্যাল্‌তেল্যা,

থল্‌থল্‌, থ্যাল্‌থেল্যা, থক্‌থক্‌, থক্‌থোক্যা, থম্‌থম্‌, থম্‌থোম্যা, থিক্‌থিক্‌, থর্‌থোর্যা, থুর্‌থুর্যা,

দগ্‌দগ্‌, দগ্‌দোগ্যা, দর্‌দর্‌, দাউদাউ, দুর্‌দুর্‌, দম্‌দম্‌, দুমাদুম্‌, দোমাদম্‌,

ধপ্‌ধপ্‌, ধোপাধপ্‌, ধুপ্‌ধাপ্‌, ধুপাধুপ্‌, ধপ্‌ধোপ্যা, ধ্যার্‌ধেয়্যা, ধম্‌ধম্‌, ধোমাধম্‌, ধাঁইধাঁই,

ধোরাম্‌ধোরাম্‌, ধর্‌ধর্‌, ধুমাধুম্‌, ধুক্‌ধুক্‌,

নর্‌নোর্যা, নক্‌নক্‌, নক্‌নোক্যা, নরবর্‌, নর্‌বোর্যা, ন্যার্‌ন্যার্‌, ন্যার্‌নেয়্যা,

পট্‌পট্‌, পট্‌পোট্যা, পোটাপট্‌, প্যাচ্‌পেচ্যা, প্যান্‌পেন্যা, প্যান্‌প্যান্‌, পঁপঁ, পিঁপিঁ, পুচ্‌পুচ্‌,

ফট্‌ফট্‌, ফোটাফট্‌, ফট্‌ফোট্যা, ফুট্‌ফুট্যা, ফর্‌ফর্‌, ফর্‌ফোর্যা, ফিন্‌ফিন্‌, ফিন্‌ফিন্যা, ফুশ্‌ফুশ্‌,

ফ্যাঁশ্‌ফ্যাঁশ, ফ্যাক্‌ফ্যাক্‌, ফুর্‌ফুর্‌,

বক্‌বক্‌, বকোর্‌বকোর্‌, বির্‌বির্‌, বির্‌বির্যা, ব্যাব্যা, ব্যার্‌ব্যার্‌, বোঁবোঁ, বুঁবুঁ,

ভক্‌ভক্‌, ভক্‌ভোক্যা, ভন্‌ভন্‌, ভ্যান্‌ভ্যান্‌, ভ্যার্‌ভেয়্যা, ভুশ্‌ভুশ্যা, ভ্যাক্‌ভ্যাক্‌, ভট্‌ভট্‌, ভুট্‌ভুট্‌,

মচ্‌মচ্‌, মচ্‌মোচ্যা, মর্‌মর্‌, মর্‌মোর্‌যা, মিট্‌মিট্‌, মিটমিট্যা, মট্‌মট, মট্‌মোট্যা, ম্যান্‌ম্যান্‌, ম্যান্‌মেন্যা, মম, মিল্‌মিল্‌, মিল্‌মিল্যা, ম্যাট্‌মেট্যা, মটোর্‌মটোর্‌, মুট্‌মুট্‌,
রিরি, রুন্‌ঝুন্‌, রিম্‌ঝিম্‌,
লক্‌লক্‌, লক্‌লোক্যা, লিক্‌লিক্যা,
শপ্‌শোপ্যা, শোপাশপ্‌, শর্‌শর্‌, শির্‌শির্‌, শন্‌শন্‌, শোঁশোঁ, শুর্‌শুর্‌, শল্‌শোল্যা, শাঁইশাঁই, শাঁশাঁ, শুন্‌শান্‌, শল্‌শল্‌, শপ্‌শপ্‌,
হ্যাহ্যা, হেট্‌হেট্‌, হুট্‌হুট্‌, হুর্‌হুর্‌, হন্‌হন, হর্‌হর্‌, হির্‌হির্‌ ইত্যাদি।

চলন বিল অঞ্চল থেকে অভিবাসিত জনগণের কথ্যভাষার রূপতত্ত্বের আলোচনায় দেখা গেল যে, অনেক ক্ষেত্রেই চলিত বাংলা ভাষার সঙ্গে এই কথ্যভাষার বেশ মিল রয়েছে। তা সত্ত্বেও এই উপভাষায় যথেষ্ট পৃথক বৈশিষ্ট্যও পরিলক্ষিত হয়। যেমন — পদ গঠন, ক্রিয়ার কাল, প্রত্যয় সংযুক্তি, ক্রিয়াপদ, কারক, পুরুষ, বচন, লিঙ্গ প্রভৃতি। এই সমস্ত ব্যাকরণগত সংবর্গের (Grammatical Category) ক্ষেত্রে নানা রূপবৈচিত্র্য (Morphological Variations) এই উপভাষাকে আলাদা মাত্রা দান করেছে।

টীকা নির্দেশ ঃ

১. মীর রেজাউল করিম - শেরশাবাদিয়া সম্প্রদায়ের ভাষা ও সংস্কৃতি, পৃ. ৩০।

পি. এম. সফিকুল ইসলাম - রাজশাহীর উপভাষা, পৃ. ১২৮।

২. পি.এম. সফিকুল ইসলাম - রাজশাহীর উপভাষা, পৃ. ১২৯-১৪২।

৩. মীর রেজাউল করিম - শেরশাবাদিয়া সম্প্রদায়ের ভাষা ও সংস্কৃতি, পৃ. ৩০-৩১।

৪. অশোক মুখোপাধ্যায় - সংসদ ব্যাকরণ অভিধান, পৃ. ১১৩-১১৪।

মীর রেজাউল করিম - শেরশাবাদিয়া সম্প্রদায়ের ভাষা ও সংস্কৃতি, পৃ. ৩১-৩৪।

৫. মীর রেজাউল করিম - শেরশাবাদিয়া সম্প্রদায়ের ভাষা ও সংস্কৃতি, পৃ. ৫০-৫৩।

৬. পি. এম. সফিকুল ইসলাম - রাজশাহীর উপভাষা, পৃ. ১৭০-১৭২।

মীর রেজাউল করিম - শেরশাবাদিয়া সম্প্রদায়ের ভাষা ও সংস্কৃতি, পৃ. ৫৭-৫৯।

৭. পি.এম. সফিকুল ইসলাম - রাজশাহীর উপভাষা, পৃ. ১৭২-১৭৪।

****